

# বৌদ্ধ তীর্থ দর্শন সহায়িকা



ফুট উচ্চ গ্রেনেট পাথরের বুদ্ধমূর্তি, বুদ্ধগয়া, ছবিটি ১৬ নভেম্বর/০২ ইং তোলা।

মোহিনী রঞ্জন তালুকদার  
ও  
সহধর্মিনী গীতা তালুকদার



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!



১৮০ ফুট উঁচু মহাবোধি মূল মন্দির বুদ্ধগয়া  
১৬ নভেম্বর/০২ ইং

- প্রকাশক : মোহিনী রঞ্জন তালুকদার এবং  
সহধর্মিনী গীতা তালুকদার ।
- প্রকাশকাল : বৈশাখী পূর্ণিমা, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৪১০,  
১৬ই মে ২০০৩ সোমবার, ২৫৪৭ বুদ্ধাব্দ ।
- প্রচ্ছদ ডিজাইন : খগেন্দ্র চাকমা ও রত্ন জ্যোতি চাকমা ।
- কম্পিউটার কম্পোজ : রত্ন জ্যোতি চাকমা,  
হিরণ-মোহন কম্পিউটার্স, কোর্ট রোড,  
বনরূপা, রাঙ্গামাটি-৪৫০০ । ফোন : ৬১৮৪০
- মুদ্রণে : রাঙ্গামাটি প্রিন্টার্স এন্ড পার্বলিশার্স,  
বনরূপা, রাঙ্গামাটি । ফোন : ৬১৮৬৬ ।
- প্রাপ্তি স্থান : নিজ বাড়ী,  
মোহিনী রঞ্জন তালুকদার  
ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী  
তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি ।

শুভেচ্ছা মূল্য : ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র ।



বৌদ্ধ তীর্থ দর্শন সহায়িকা

# উৎসর্গ

পরলোকগত ও পরলোকগতা পিতা ও মাতার পূণ্যস্মৃতির  
স্মরণে “বৌদ্ধ তীর্থ দর্শন সহায়িকা” পুস্তিকাটি  
উৎসর্গ করলাম।

প্রকাশক ও প্রকাশিকা।



## তীর্থ যাত্রা- ২০০২ এর সহ যাত্রীবৃন্দ

- ১। শ্রদ্ধাবান আর্য প্রিয় ভিক্ষু, এম, এ, ত্রিরত্ন বিশারদ  
অধ্যক্ষ, চান্দগাঁও শাক্যমনি বিহার, চট্টগাম।
- ২। শ্রদ্ধাবান দেবানন্দ মহাস্থবির, ঠিকানা- অজানা।
- ৩। শ্রদ্ধাবান শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু,  
অধ্যক্ষ, সিবলী বৌদ্ধ বিহার, মহাজন পাড়া,  
খাগড়াছড়ি।
- ৪। শ্রদ্ধাবান কর্মপ্রিয় থেরো,  
অধ্যক্ষ, খেদারমারা বৌদ্ধ বিহার, মারিশ্যা।
- ৫। শ্রদ্ধাবান নবরত্ন থেরো,  
অধ্যক্ষ, লাইল্যা ঘোনা বৌদ্ধ বিহার, মারিশ্যা।
- ৬। মিঃ সাধন তালুকদার,  
ট্রাইবেল আদাম, বনরুপা, রাজ্জামাটি।
- ৭। মিস্ শ্রীলা তালুকদার,  
ট্রাইবেল আদাম, বনরুপা, রাজ্জামাটি।
- ৮। মিস্‌স পঞ্চ দেবী তালুকদার,  
ট্রাইবেল আদাম, বনরুপা, রাজ্জামাটি।
- ৯। মিঃ মোহিনী রঞ্জন তালুকদার,  
ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী, রাজ্জামাটি।
- ১০। মিস্ উষা রাণী তালুকদার,  
ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী, রাজ্জামাটি।

## বৌদ্ধ তীর্থ দর্শন সহায়িকা

- ১১। মিসেস্ গীতা তালুকদার,  
ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী, রাজ্জামাটি ।
- ১২। মিঃ যামিনী কুমার চাকমা,  
ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী, রাজ্জামাটি ।
- ১৩। মিসেস্ স্বর্ণ কুমারী চাকমা,  
ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী, রাজ্জামাটি ।
- ১৪। মিসেস্ সাধনা খীসা,  
ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী, রাজ্জামাটি ।
- ১৫। মিসেস্ ডলী দেওয়ান,  
মাঝেরবস্তী, রাজ্জামাটি ।
- ১৬। মিসেস্ লক্ষ্মী পুদি দেওয়ান,  
মাঝেরবস্তী, রাজ্জামাটি ।
- ১৭। মিসেস্ নিলিকা দেওয়ান,  
মুড়ঘোনাছড়া, মারিশ্যা ।
- ১৮। মিসেস্ বীরঙ্গিনী চাকমা,  
পুজ্জগাং, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি ।
- ১৯। মিঃ হংস ধ্বজ চাকমা,  
মিলনপুর, খাগড়াছড়ি ।
- ২০। মিঃ চাইহ্লাউ মগ,  
পানখাইয়াপাড়া, খাগড়াছড়ি ।
- ২১। মিঃ স্বপন বড়ুয়া  
কালিন্দীপুর, রাজ্জামাটি ।

- ২২। মিসেস্ স্বপন বড়ুয়ার মা,  
কালিন্দীপুর, রাজ্জামাটি।
- ২৩। মিসেস্ পঞ্চলতা চাকমা,  
বন্দুক ভাঙ্গা, রাজ্জামাটি।
- ২৪। মিসেস্ নমিতা দেওয়ান,  
ট্রাইবেল আদাম, রাজ্জামাটি।
- ২৫। মিসেস্ লক্ষ্মী সোনা চাকমা,  
ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী, রাজ্জামাটি।
- ২৬। মিসেস্ সতীশ চন্দ্র চাকমা,  
ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী, রাজ্জামাটি।
- ২৭। মিঃ খোকন চৌধুরী (বড়ুয়া)

ও

তীর্থ যাত্রীর পরিচালক, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম এবং  
তার সহযোগীবন্দ।



## কিছু কথা

আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য ছিল জীবনে একবার স্ব-স্ত্রীক পবিত্র তীর্থ স্থান বুদ্ধ গয়া দর্শনে যাবো। পরম করুণাময় ভগবান, শ্রদ্ধাবান বনভাস্তে ও শ্রদ্ধাবান ধর্মতীষ্য ভাস্তে মহোদয়ের করুণায় ১০ নভেম্বর/২০০২ইং রবিবার থেকে ৫ ডিসেম্বর/২০০২ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন লাভে আমাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো। আমাদের তীর্থ যাত্রীর সাথী হিসাবে শ্রদ্ধাবান আর্যপ্রিয় ভিক্ষু এম, এ ত্রিরত্ন বিশারদ, অধ্যক্ষ, চান্দগাঁও সর্বজনীন শাক্যমনি বিহার, চট্টগ্রাম, শ্রদ্ধাবান দেবনন্দ মহাস্থবির শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু, অধ্যক্ষ, সীবলী বৌদ্ধ বিহার, মহাজনপাড়া, খাগড়াছড়ি, শ্রদ্ধাবান কর্মপ্রিয় থেরো, অধ্যক্ষ, খেদারমারা বৌদ্ধ বিহার, মারিশ্যা এবং শ্রদ্ধাবান নবরত্ন থেরো, অধ্যক্ষ লাইল্যা ঘোনা বৌদ্ধ বিহার, মারিশ্যা। এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করি। যেহেতু এক তীর্থস্থান থেকে অন্যস্থানে যাত্রার সময় গাড়ী ছাড়ার সাথে সাথে ত্রিশরণ সহ মঙ্গল সূত্র পাঠ করতেন। বিশেষ করে উপরোক্ত প্রথম তিনজন শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু না থাকলে হয়ত আমাদের তীর্থ ভ্রমণ সার্থক হতো না। যেহেতু উক্ত ভাস্তেত্রয় তাদের সাধ্যমত প্রতিটি তীর্থস্থানের পরিচয় এবং ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করতেন। তখন আমি সাথে সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নোট করে নিতাম। তারজন্য আমি সেই শ্রদ্ধাবান আর্যপ্রিয় ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান দেবানন্দ মহাথেরো এবং শ্রদ্ধাবান শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রতিটি তীর্থস্থান সম্পর্কে অনন্ত প্রাথমিক ধারণাটুকু সংক্ষিপ্ত আকারে বিশ্লেষণ করে "বৌদ্ধ তীর্থ দর্শন সহায়িকা" নামক পুস্তিকাটি প্রকাশনার উদ্যোগ হাতে নিলাম। পুস্তিকাটি প্রকাশনার জন্য তীর্থ

## বৌদ্ধ তীর্থ দর্শন সহায়িকা

যাত্রী সাথী ভাই বোনেরা অনেকেই উৎসাহ প্রকাশ করেন। আশা করবো পরবর্তী ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রীদের এবং সর্বস্তরের বৌদ্ধ সুধী সমাজের আমার প্রকাশিত পুস্তিকাটি পাঠে কিঞ্চিৎ উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের প্রতি অনুরোধ যদি কোথাও কোন ভুলত্রুটি থাকে তবে নিজ গুণে ক্ষমা করে দিবেন।

মোহিনী রঞ্জন তালুকদার

ও

সহধর্মিনী গীতা তালুকদার।

## সূচীপত্র

১। সিদ্ধার্থ সৌতমের পূর্ব পুরুষ বর্ণের পরিচিতি.....১	৩০। মঙ্গল পুঙ্খবিনী.....৩১
২। তথাগত ভগবান বুদ্ধের পূর্ব বংশের পরিচিতি.....৩	৩১। শ্রাবস্তীর যাতায়াত ব্যবস্থা.....৩১
৩। ভগবান বুদ্ধের সন্তবার পাখা.....৪	৩২। বাসস্থান.....৩১
৪। একনাগারে ভগবান বুদ্ধের বংশ পরিচিতি.....৫	৩৩। লুম্বিনী (নেপাল).....৩২
৫। পরিক্রমণ.....৬	৩৪। যাতায়াত ব্যবস্থা.....৩৪
৬। বুদ্ধ গয়া (বিহার প্রদেশ).....৭	৩৫। কুশীনারা (উত্তর প্রদেশ).....৩৫
৭। মহা-সপ্ততীর্থ স্থান.....৮	৩৬। মহাপরিনির্বাণ স্থপ.....৩৭
৮। মহাবোধিমূল মন্দির.....১১	৩৭। মাধাকুয়ার মন্দির.....৩৭
৯। বোধিক্রম বা বোধিবৃক্ষ.....১১	৩৮। রত্না টিবি.....৩৮
১০। বোধিবৃক্ষ বন্দনা.....১২	৩৯। দেবদত্ত নরকের প্রবেশদ্বার.....৩৮
১১। বজ্রাসন.....১৩	৪০। যাতায়াত.....৩৯
১২। ভূসেন্দ্রী পর্বত ও গুহা মন্দির.....১৪	৪১। বাসস্থান.....৩৯
১৩। সারনাথ (উত্তর প্রদেশ).....১৭	৪২। বৈশালী (বিহার প্রদেশ).....৪০
১৪। মূলগন্ধ কুটি বিহার.....২০	৪৩। মরীচি হ্রদ.....৪১
১৫। চৌখতি স্থপ.....২১	৪৪। শান্তির স্থপ.....৪২
১৬। ধামেক স্থপ.....২১	৪৫। কুটাপার শালা.....৪২
১৭। ধর্ম রাজিক স্থপ.....২২	৪৬। নালন্দা (বিহার প্রদেশ).....৪৩
১৮। আশোক স্তম্ভ.....২২	৪৭। বৈশালী যাতায়াত.....৪৩
১৯। মূল মন্দির.....২৩	৪৮। নালন্দার যাতায়াত.....৪৩
২০। সঙ্ঘাহ শালা.....২৩	৪৯। রাজগীর (বিহার প্রদেশ).....৪৫
২১। সারনাথের যাতায়াত ব্যবস্থা.....২৪	৫০। আদিস্থপ.....৪৬
২২। বাসস্থান.....২৪	৫১। বেণুবন বিহার.....৪৭
২৩। আশ্রা তাজমহল (উত্তর প্রদেশ).....২৫	৫২। মনিয়ার মঠ.....৪৭
২৪। শ্রাবস্তী (উত্তর প্রদেশ).....২৬	৫৩। সোনাভাভার.....৪৭
২৫। ক্ষেতবন বিহার.....২৭	৫৪। বিধিসার কারাগার.....৪৮
২৬। পূর্বরাম বিহার.....২৮	৫৫। গৃধকুট পর্বত.....৪৮
২৭। অঙ্গুলীমালা গুহা.....২৮	৫৬। জীবকের অশ্রুকুঞ্জ.....৪৯
২৮। আনন্দ বোধি.....৩০	৫৭। বিশ্বশান্তি স্থপ.....৪৯
২৯। অর্হত্ব ভিক্ষুশালা.....৩১	৫৮। সন্তপনী গুহা.....৪৯
	৫৯। সাংকাশ্য (বিহার প্রদেশ).....৫১

## সিদ্ধার্থ গৌতমের পূর্ব পুরুষ বর্গের পরিচিতি

(লুম্বিনী বই থেকে সংগৃহীত)

অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ বুদ্ধাদের আরো অনেক পূর্বে শাক্য কুলে কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল "সাথেতা" এবং সাথেতার ত্রিয রাজা ছিলেন " মহাসাম্মথ "। উত্তরাধিকারী সূত্রে মহাসাম্মথ এর পর কল্যাণ রোচাউইধ, তাঁহার পর " রাওয়া" তাঁহার পর উপোসোথ এবং পরে " মানধাতা " রাজ সিংহাসনে বসেন। মানধাতা রাজা পুত্রহীন অবস্থায় মারা যান। পরে কন্যা বংশের এক নাতি "সুজাত" রাজাভিসিক্ত হন। রাজা সুজাত ও রাণী শোভাবতির ঔরষে পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। পুত্রের নাম যথাক্রমে উলকমুখ, ওপু, নিপু, করকন্দ এর হসটিকশির এবং কন্যাদের নাম যথাক্রমে প্রিয়া, সুপ্রিয়া, আনন্দ, উইজিতা ও উইজিত সেন। রাজা " সুজাত" এর একটি উপপত্নী ও ছিল তাঁর নাম জয়ন্তী এবং উভয়ে সহমিলনে জয়ন্ত নামে এক পুত্র সন্তান জন্ম হয়। জয়ন্ত যখন দিন দিন বড় হতে লাগল তখন জয়ন্তী রাজাকে তাঁর বৈধ রাজকুমার, রাজকুমারীদের নির্বাসন দিয়ে তাঁর পুত্র জয়ন্তকে রাজ্যভার অর্পন করার জন্য বার বার কুপরামর্শ দিতে থাকেন নতুবা বিষপান করিয়ে সবাইকে হত্যা করা হবে। অনন্যপায় হয়ে রাজা তার রাজকুমারী ও রাজপুত্রদেরকে নির্বাসন দিয়ে জয়ন্তকে রাজাভিসিক্ত করলেন।

পিতার আদেশ পালনের জন্য পাঁচ রাজকুমার বনবাস হয়ে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে একদিন হিমালয় পাদদেশে উপনীত হলেন। সেখানে পদ্ম জলাশয়ের তীরে "সাকা" গাছের তলে কপিল ঋষি গৌতমের আশ্রম ছিল। পঞ্চ রাজকুমার প্রত্যহ সেই ঋষিকে পূজা করতেন। একদিন কপিল ঋষি বললেন আমার মৃত্যুর পর এই স্থানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিও। কপিল ঋষির উপদেশক্রমে তাঁর মৃত্যুর পর সেখানে একটি বিশাল সুরম্য নগর প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন এবং কপিল ঋষি গৌতমের নামানুসারে কপিলাবস্তু নাম করণ করা হয়েছে। প্রাচীন রাজধানীর নাম "সাখেতা" এর নামানুসারে ইহার নাম করা হয়েছে শাক্যরাজ্য। এক সময় প্রিয়া শ্বেত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। এক সময় প্রিয়া "কোলন" ( *Naucleacordifolia*- নৌকীকরছিফোলিয়া প্রজাতি) গাছের নীচে বসে থাকায় তিনি সম্পূর্ণ রূপে রোগমুক্ত হয়েছিলেন। কালক্রমে বারানসীয়া রাজা রাম্ এর ও শ্বেত কুষ্ঠে আক্রান্ত হলে তিনি রাজ্য ত্যাগ করে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে হিমালয় পাদদেশে কপিল বনে এসে প্রিয়ার সাথে সাং এবং রোগের সম্পর্কে আলাপ করে "কোলন" গাছের নীচে বসে তিনি ও রোগমুক্ত হয়ে তখন উভয়ে মধ্যে শুভ বিবাহের পরিণয় ঘটে। বারানসীর রাজা রাম্ এর প্রচেষ্টায় কোলন গাছের জঙ্গলে পরিষ্কার করে সে স্থানে একটি বড় নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এই নগরটি "কোলন" গাছের নামানুসারে কোলন-নগর নাম করণ করা হয়েছে এবং পরে পরিবর্তন করে "দেবদাহ" নগর নামে খ্যাত।



## তথাগত ভগবান বুদ্ধের পূর্ববংশের পরিচিতি (লুম্বিনী বই থেকে সংগৃহীত)

অতি প্রাচীন কালে অর্য্য্য বুদ্ধাদের আরো অনেক পূর্বে উলকামুখ নামে একজন কপিলাবস্তুর প্রধান ছিলেন। পরে ভগবান বুদ্ধের ঠাকুর দাদা জয়সেন উত্তরাধিকারী রাজা ছিলেন।

জয়সেন রাজার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের নাম সিংহানু ও কন্যার নাম ছিল যশোধর। অপর দিকে দেবদহ নগরের রাজা ছিলেন উক্খাক্ক। রাজা উক্খাক্করও এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের অংগনা ও কন্যার নাম ছিল কাঞ্চনা।

কপিলাবস্তুর রাজা জয়সেনের পুত্র সিংহানুর সাথে দেবদহ নগরের রাজা উক্খাক্কর কন্যা কাঞ্চনা এবং সিংহানুর ভগ্নি যশোধরার সাথে কাঞ্চনার ভাই অংগনার শুভ বিবাহ হয়। সিংহানু ও কাঞ্চনার শুদ্ধোধন শুকোধন, অমৃতধন, দৌত্তধন ও গণিতাধন নামে পাঁচ পুত্র এবং প্রতিমা ও অমৃতা নামে দুই কন্যা ছিল। শুদ্ধোধন রাজার সহধর্মিনী মায়াদেবীর গর্ভে মহাব্রহ্মার প্রভাবে সিদ্ধার্থ গৌতম ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মায়াদেবী মারা যান এবং তাঁর বোন প্রজাপতি নবজাত শিশুটি লালন পালনের জন্য রাজা শুদ্ধোধন স্ত্রীরূপে বরণ করেন। মহা প্রজাপতি ও রাজা শুদ্ধোধনের ঔরষে নন্দ ও উপনন্দ নামে দুই পুত্র সন্তান জন্ম হয়। শুদ্ধোধনের ছোট ভাই শুক্লোধনের ও দুই পুত্র ছিল। তাদের নাম ভদ্রীয় ও আনন্দ। শুদ্ধোধনের ছোট ভাই অমৃত ধনেরও "মহানাম" অনুরুদ্ধ নামে দুই পুত্র ছিল। শুদ্ধোধনের অন্য দুই ভাই দৌত্তধন ও গণিতা ধনের কোন পুত্র ছিল না।

শুদ্ধোধনের ছোট বোন অমৃতার সাথে তাঁর পিসতুতো ভাই সুপ্রোবুদ্ধ অর্য্য্য শুদ্ধোধনের পিসে মশাই অংগনার ছেলের সাথে বিবাহ হয় এবং তাদের ঔরষে এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম দেবদত্ত। কপিলা বস্তুর



রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম এর সাথে দেবদহ নগরে রাজা দন্ডপানির কন্যা যশোধরার শুভ পরিণয় সূত্রে বিবাহ হয়।

শুদ্ধোধনের পিসেমশাই এবং আরো এক পুত্র ছিল তাঁর নাম দন্ডপানি। দন্ডপানির একমাত্র কন্যার নাম যশোধরা (গোপাদেবী)।

কপিলাবস্তুরাজা শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম এর সাথে দেবদহ নগরে রাজা দন্ডপানির কন্যা যশোধরার শুভ পরিনয় সূত্র বিবাহ হয়।

## ভগবান বুদ্ধের সপ্তবার গাথা

বৃহস্পতিবারে সিদ্ধার্থ মাতৃগর্ভে এল,

শুক্লাবারে শুভলগ্নে ভূমিষ্ট হল।

সোমবারে গৃহত্যাগ করেন সিদ্ধার্থ,

বুধবারে লভেন তিনি পরম বুদ্ধত্ব।

শনিবারে ধর্মচক্র করেন প্রবর্তন,

মঙ্গলবারে পরিনির্বান লভে বুদ্ধধন।

রবিবারে দাহ কার্য্য হল সম্পাদন,

সোম আর মঙ্গল সবে শোকের কারণ।

# একনাগারে ভগবান বুদ্ধের বংশ পরিচিতি

উল্কাযুধ

কপিলাবস্তুর প্রধান

জয়সেন উত্তরাধিকারী বাজ

সিংহহানু(পুত্র)

(কাঞ্চনার সাথে বিবাহ)

যশোধর(কন্যা)

(অংগনার সাথে বিবাহ)

উদ্ধাঙ্কা দেবদত্ত নগরের রাজা

অংগনা(পুত্র)

কাঞ্চনা(কন্যা)

(কন্যা) অমৃত

দণ্ডপানি(পুত্র)

শ্রদ্ধাধন

শ্রী মায়া ও প্রজা

দেবী

সিংহধর্ম

নন্দ

উপনন্দ

ভদ্রীয়

আনন্দ

মহানাম

অনুরক্ত

দেবদত্ত

যশোধর(গোপা)

স্বামী সিদ্ধার্থ

বংশধর(গোপা)

## পরিক্রমণ

১০ নভেম্বর/২০০২ রবিবার মহা পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থ দর্শন করার মানসে ত্রিপুরার প্রতি স্মরণ করে বেলা ১.০০ টায় রাস্তামাটি জেলা পরিষদ ভবন গেইট থেকে এস, আলম পরিবহন যোগে গুড যাত্রা শুরু করে বিকাল ৩.০০ টায় চান্দগাঁও চট্টগ্রাম পৌছি। সেখানে থেকে বিকাল ৪.০০ টায় বিলাস বহুল সোহাগ পরিবহন যোগে যাত্রা করে রাত ১০ টায় ঢাকা এবং সারারাত চলার পর ১১ নভেম্বর/২০০২ সোমবার ভোর ৪.০০ টায় বাংলাদেশ সীমান্ত বেনাপোল স্থানে পৌছি। তথায় বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তের কাস্টম অফিসে নিজ নিজ পাস পোর্ট ভিসার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত সীমান্ত হরিদাসপুর নামক স্থান থেকে দুপুর ১২.০০ টায় টুরিস্ট বাস পরিবহন যোগে যাত্রা করে বিকাল ৫.০০ টায় শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে কোলকাতা পৌছি এবং তথায় ১৩ নভেম্বর/২০০২ বুধবার বিকাল পর্যন্ত নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু হলের দোতালা অতিথি শালায় অবস্থান করি।

রাস্তামাটি থেকে চট্টগ্রাম দূরত্ব ৭৫ কিঃ মিঃ। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার দূরত্ব ২৬৫ কিঃ মিঃ ঢাকা থেকে বেনাপোল দূরত্ব ২৪৫ কিঃ মিঃ। হরিদাসপুর ভারত থেকে কোলকাতার দূরত্ব ১২৫ কিঃ মিঃ।

কোলকাতায় অবস্থান কালীন সময়ে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, মহাবোধি সোসাইটি বৌদ্ধ মন্দির দর্শন করি এবং মহাবোধি সোসাইটি বুক এজেন্সী থেকে একটি " জাতক সমগ্র" বই ক্রয় করি।

১৩ই নভেম্বর/২০০২ সাল রোজ বুধবার সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় অস্থায়ী ক্যাম্প নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু হল, কোলকাতা-১ থেকে ডায়মন্ড টুরিস্ট পরিবহন যোগে ত্রিপুরার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে গুড যাত্রা আরম্ভ করে সারারাত চলার পর ১৪ই নভেম্বর/২০০২ সাল রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৩০ টায় মহা পবিত্র তীর্থ স্থান বুদ্ধ গয়ায় পৌছি। সেখানে ১৭ই নভেম্বর/০২ রবিবার বিকাল

পর্যাপ্ত অস্থায়ী ক্যাম্প হিসাবে শেঠ যুগল কিশোর বিড়লা মন্দিরের অতিথি শালায় অবস্থান করে তথাগত ভগবান বুদ্ধের পবিত্র মহা তীর্থস্থান দর্শন লাভ ও পূণ্যানুস্থানে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করি। নিম্নে পবিত্র তীর্থ স্থান বুদ্ধ গয়ার বিভিন্ন সময়ে ধ্যানমগ্ন বিভিন্ন মহা তীর্থ স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে বিশ্লেষণ করা হইল।

### বুদ্ধ গয়া (বিহার প্রদেশ)

ভূমিকাঃ- পৃথিবীর সকল বৌদ্ধধর্মালম্বীদের প্রধান তীর্থ স্থান হলো বুদ্ধ গয়া। ইহার প্রাচীন নাম ছিল উরুবিল্ব। ইহা নিরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে নিরঞ্জনা নদীর নাম ফলগু নদী নামে পরিচিত। কথিত আছে আজ থেকে ২৫৪৫ বছর পূর্বে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে যখন কুমার সিদ্ধার্থ ভূমিষ্ঠ হন ঠিক তখন আনন্দ স্ববির, ছন্দ সারথি, কণ্ঠক অশ্ব, পিপুল বৃক্ষ (বোধিবৃক্ষ) ও রাহুল মাতা গোপা ভূমিষ্ঠ হন। সিদ্ধার্থ কুমার পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয় স্বজন, ধন দৌলত, রাজ সিংহাসন ইত্যাদির লোভ-লালসা ত্যাগ করে সন্যাসী হয়ে সত্যের সন্ধানে, মুক্তির পথ অন্বেষণে গৃহত্যাগ করে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতে করতে হৃদয়ের তৃষ্ণা কোথাও তৃপ্ত না হওয়ায় অবশেষে উরুবিল্ব নগর বর্তমানে বুদ্ধগয়ায় উপগিত হয়েছিলেন। নিরঞ্জনা নদীর জলে স্নান করে দেহের ক্লান্তি দূর করলেন এবং সেই পিপুল গাছের নীচে বসে কঠোর তপস্যায় ব্রত ছিলেন। দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর তপস্যায় তিনি অবশেষে কঙ্কালসার হয়ে পড়েন। পরিশেষে তিনি সর্বজ্ঞানতা জ্ঞান লাভ করেন। তখন থেকে পিপুল গাছটির নাম বোধিবৃক্ষ নাম করণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই বৃক্ষের চারা সম্রাট অশোক তার কন্যা সম্মা মিত্রা ও পুত্র মহিন্দর এর সঙ্গে শ্রীলঙ্কায় পাঠান। মূল গাছটি মারা যেতে শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরা থেকে চারা এনে বুদ্ধ গয়ায় রোপিত হয়। বর্তমানে এই বোধি বৃক্ষটি মূল গাছটির চতুর্থ প্রজন্ম।

গুরুগম্যার উল্লেখযোগ্য পবিত্রময় মহাতীর্থ স্থান গুলির নাম ও ইহার বিবরণ  
শ্রীতে সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করা হইল।

## মহা-সপ্ততীর্থ স্থান

তথাগত ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর পরই বৌধিবৃক্ষের স্থান ত্যাগ করেননি। এই সময়ে তিনি কখনও কোথাও বসে, আবার কখনও ধ্যানে, কখনও চংক্রমণে তাঁর উদ্ভাবিত ধর্মের বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। বৌধিবৃক্ষের চার পাশে এরকম সাতটি মহাস্থান চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই সাতটি স্থান অত্যন্ত পূণ্যময় ও শুনময়। এই জন্য স্থানগুলির নাম মহাসপ্ত তীর্থ স্থান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাতটি মহা-তীর্থস্থানের নাম ও বিবরণ ক্রমান্বয়ে নিম্নে বিশ্লেষণ করা গেল।

## প্রথম মহাতীর্থস্থান (বৌধি পালঙ্ক)

এই পবিত্র পালঙ্কে তথাগত ভগবান বুদ্ধ মুক্তির পথ, সত্যের পথ এবং বৌধি জ্ঞান লাভ করেন। তাই ইহার নাম বৌধি পালঙ্ক। তথাগত ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর সাত দিন যাবৎ এই পালঙ্কে একাসনে বসেই বিমুক্তর পথ চিন্তা করতে করতে সপ্তম দিনের শেষ প্রহরেই তাঁর মুখ মন্ডল থেকে ষড়রশ্মি উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং দেবগণের সন্দেহ দূর করার জন্য " যমক প্রতিহার্য ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন।

## দ্বিতীয় মহাতীর্থস্থান অনিমেষ চৈত্য

বৌধি পালঙ্ক হতে কিছু উত্তর - পূর্ব কোণে এই অনিমেষ চৈত্য। তথাগত ভগবান বুদ্ধ এখানে একাসনে বসে চিন্তা করতে লাগলেন। এই বৌধিবৃক্ষ তলে বৌধিপালঙ্কে বসে সর্বজ্ঞতা লাভ করেছি, লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্প

পারমিতা পূর্ণ করেছে। তাই এই বৃক্ষ আমার বড়ই উপকারী। এই কারণে সাতদিন যাবত অনিমেঘ লোচনে বোধিবৃক্ষ ও বৌধি পালকের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাই ইহার নাম অনিমেঘ চৈত্য।

### তৃতীয় মহাতীর্থ স্থান চংক্রমণ চৈত্য

বৌধি পালক ও অনিমেঘ চৈত্যের মাঝখানে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এই চংক্রমণ তীর্থ স্থান। তথাগত ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর একাক্রমে সাত দিন যাবত পদচারণ করেছিলেন। তাই এই স্থানের নাম চংক্রমণ চৈত্য নামে অভিহিত।

### চতুর্থ রত্নঘর চৈত্য

বৌধি বৃক্ষের পশ্চিম দিকে এই মহাতীর্থ স্থান রত্নঘর চৈত্য অবস্থিত। দেবগনের প্রভাবে এই রত্নঘর চৈত্য নির্মিত হয়েছিল বলে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের ধারণা। তথাগত ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর এই স্থানে সাতদিন যাবত একাসনে বসে অভিধর্ম পিটক সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। অভিধর্ম গবেষণা হেতু ইহার নাম রত্নঘর চৈত্য নামে খ্যাত।

### পঞ্চম মহাতীর্থ অজপাল ন্যাগ্রোধ

বৌধি বৃক্ষের পূর্ব দিকে এই ন্যাগ্রোধ বা বোধিবৃক্ষ অবস্থিত। অজপালকগণ এই বৃক্ষের ছায়ায় বসিত তাই ইহা অজপাল ন্যাগ্রোধ নামে খ্যাত। (অর্থ্যাৎ অজ শব্দের অর্থ জীবাত্মা ন্যাগ্রোধ অর্থ বট গাছ)। তথাগত ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর এই স্থানে সাতদিন যাবত একাসনে বসে অভিধর্ম গবেষণা করতে করতে বিমুক্তি মুখে অবস্থান করেছিলেন।

### ষষ্ঠ মহাতীর্থ মুচলিন্দ হ্রদ

মহা বোধি মূল মন্দিরে দক্ষিণে কিছু দূরে একটি পুষ্করিণী আছে। এই



শুক্ররিনীতে মহানুভব নাগরাজের অবস্থান ছিল। বুদ্ধত্ব লাভের পর তথাগত সাতদিন যাবত ধ্যানস্থ ছিলেন। ধ্যানস্থ বুদ্ধকে মহানুভব নাগরাজ স্বীয় দেহের পরিবেষ্টনে বসিয়ে বৃহৎ ফনা বিস্তৃত করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, বৃষ্টি এবং বিভিন্ন উপদ্রপ থেকে রক্ষা করেন।

### সপ্তম মহাতীর্থ রাজায়তন বৃক্ষ বা চৈত্য

মহাবোধি মূল মন্দিরের দক্ষিণ দিকে রাজায়তন বৃক্ষ। সেই বৃক্ষ তলে তথাগত ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর একাসনে বসে সাতদিন যাবৎ তপস্যায় ছিলেন। সপ্তম দিনের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ অষ্টম দিনে সূর্যোদয় কালে দেবরাজ ইন্দ্র তথাগত ভগবান বুদ্ধকে হরিতকী প্রদান করেন। বিগত ঊনপঞ্চাশ দিনে তথাগত ভগবান বুদ্ধের অনাহারে, অনিদ্রায় পায়খানা প্রস্রাব হয় নাই। দেবরাজ ইন্দ্রের হরিতকী সেবনে তথাগত ভগবান বুদ্ধের পায়খানা প্রস্রাব হয়েছিল। তার পর তপসু ও ভল্লিক দুইজন ব্রহ্মদেশীয় বণিক ছাতু, গুড়, ঘি, মধু দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করে তথাগত ভগবান বুদ্ধকে দান করেন। সদ্ধর্ম প্রাণ পূর্ণার্থী তীর্থ যাত্রীদের জ্ঞাতার্থে সপ্ত মহাতীর্থ স্থান দর্শনের সময় নিম্নোক্ত গাথায় প্রদীপ জ্বেলে বন্দনা করে মহা পূণ্য লাভের অংশীদার হউন।

গাথা : পঠমং বোধি পালংকং দুতিয়ং অনিমিসম্পি চ,  
ততিয়ং চংকমন সেট্ঠং, চতুথং রতনং ঘরং।  
পঞ্চমং অজপালঞ্চ, মুচলিন্দ ছট্ঠমং,  
সপ্তমং রাজায়তনং, বন্দে তং বোধি পাদপং।

বাংলানুবাদঃ- প্রথমে বোধিপালঙ্ক, দ্বিতীয় অনিমেষ স্থান, তৃতীয় চংক্রমণ স্থান, চতুর্থ রত্নঘর স্থান, পঞ্চম অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, ষষ্ঠ মুচলিন্দ মূল, সপ্তমে রাজায়তন সহ বোধি বৃক্ষকে আমি বন্দনা করছি।

প্রত্যেক সকাল সন্ধ্যা বন্দনা করার সময় সপ্তমহাতীর্থ স্থানের প্রতি শ্রদ্ধা চিন্তে বন্দনা করলে ইহকাল পরকালে মঙ্গল হয়। চিন্তে মৈত্রীভাব উদয় হয়।

### মহাবোধি মূল মন্দির

বোধি বৃক্ষের পূর্বদিকে ১৮০ ফুট উচ্চ ৬০ ফুট চওড়া বিশিষ্ট গ্রেনাইট পাথরে নির্মিত পিরামিড আকারের দ্বিতল মন্দিরটি হল মহাবোধি মূল মন্দির। মন্দিরের নিচু তলায় সোনালি গিলটি করা বিশাল আকারে যোগাসনে বসা একটি বুদ্ধমূর্তি আছে। মন্দিরের দেওয়ালে চারিদিকে নানান ভঙ্গিমায় বুদ্ধ মূর্তি, পদ্ম ফুল, পশুপাখি ও বিভিন্ন জীবজন্তুর প্রতিকৃতি গ্রেনাইট পাথরে নির্মিত আছে। এই মন্দিরটি কখন নির্মিত হয়েছিল তার সঠিক তথ্য এখনো পর্যন্ত উৎঘাটন করা সম্ভব হয়নি।

### বোধিদ্রুম বা বোধিবৃক্ষ

বোধি বৃক্ষের নাম ছিল পিপুল গাছ। এই পিপুল বৃক্ষের নীচে সিদ্ধার্থ গৌতম কঠোর তপস্যা করে সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। দুঃখ মুক্তির উপায় সন্ধান পেয়েছেন এবং বোধিজ্ঞান লাভ করেছেন বলে পিপুল গাছটির নাম বোধিবৃক্ষ বা বোধিদ্রুম নাম করণ করা হয়েছিল। বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করে চিন্তা করতে লাগলেন- আমি যেই ধর্ম রত্ন লাভ করেছি সেই ধর্মরত্ন দেশনা করলে শ্রোতারা বুঝতে পারবে কিনা এবং ধর্ম দেশনা কোথায় করবেন চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মহাব্রহ্মা উপস্থিত হয়ে নতজানু মস্তকে বন্দনা পূর্বক ধর্ম দেশনা এবং অমৃত বাণী প্রচার করার জন্য

তথাগত ভগবান বুদ্ধকে প্রার্থনা করলেন। মহা কারুনিক তথাগত বুদ্ধ সর্বজ্ঞ জ্ঞানে জানতে পারলেন জগতে ইহা তাঁর সৃষ্ট ধর্ম এবং প্রচার করলে হৃদয়ঙ্গম করার মত অনেক জ্ঞানী আছেন। ধর্মবাণী প্রচার না করলে নিরর্থক হবে তাই তিনি ধর্ম দেশনায় উৎসাহিত হলেন। তিনি মনস্ত করলেন প্রথমেই তার আচার্য অলাড় কালামকে দেশনা করবেন। কারণ অলাড় কালাম ছিলেন ভগবান বুদ্ধের আচার্য এবং সর্ব প্রথমেই তাঁর অমৃতময় সম্বোধি লাভে সংবাদ ও ধর্ম দেশনা দেওয়ার মনস্থির করলেন। কিন্তু তিনি তাঁর জ্ঞাননেত্রে জানতে পারলেন কিছুদিন আগে আচার্য অলাভ কালাম শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তারপর তাঁর বহুদিনের সহবাসী কোন্ডিণ্য, ভদ্দিয়, বপ্প, অশ্বজিৎ ও মহানাথ এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে ধর্ম দেশনা দিতে মনস্থির করলেন। সেই সময় এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ বারাণসীর মৃগদায়ে বর্তমানে সারনাথে অবস্থান করছিলেন। পবিত্র তীর্থ স্থান সারনাথ দর্শনের সময় তথাগত ভগবান বুদ্ধের সহবাসী সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের সাথে সাক্ষাৎ এবং শিষ্যত্ব বরনের বিস্তারিত বিবরণ আলোকপাত করা হইবে।

সঙ্কর্ম প্রাণ পূণ্যার্থী তীর্থ ভ্রমণকারীদের জ্ঞাতার্থে বোধিবৃক্ষের গোড়ায় পুষ্প ও প্রদীপ পূজা করার সময় নিম্নোক্ত গাথায় বন্দনা করে মহা পুণ্যের লাভী হউন।

### বোধিবৃক্ষ বন্দনা

ইমেহেতে মহাবোধি লোকনাথেন পুজিতং,  
অহমি প তং বোধিরাজং নমামি সর্বদা। (তিনবার)

বাংলায় অনুবাদঃ-

এই বোধি বৃক্ষ লোকনাথ বুদ্ধ কর্তৃক পুজিত,  
আমিও সেই বোধিরাজকে সর্বদা বন্দনা করছি।

## বজ্রাসন

সিদ্ধার্থ গৌতম ইস্ততঃ পরিভ্রমণ করতে করতে নিরঞ্জন নদীতে স্নান করে ক্রান্তি দূর করলেন এবং সেই পিপুল বৃক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন স্থানটি খুবই পবিত্রময়। কিন্তু কিসের উপর বসে তপস্যা করবেন। এভাবে চিন্তা করতে করতে এমন সময় স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তুষিত স্বর্গ হতে এসে হ্রস্ববেশ ধারণ করে এক বোঝা কুশতৃণ নিয়ে তথায় উপস্থিত হলেন। সিদ্ধার্থ গৌতম কুশতৃণ বোঝাটি অনুন্নয় বিনয় সুরে চাহিলে হ্রস্ববেশী দেবরাজ নির্দিষ্ট কুশতৃণ বোঝাটি দিয়ে দিলেন। কুশতৃণ বোঝা নিয়ে অত্যন্ত আনন্দমনে পিপুল বৃক্ষের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে এমন সময় ঐ স্থানের মেদেনী খর খর করে কেঁপে উঠল এবং ঠিক সেই স্থানে যখন সেই কুশতৃণ দিয়ে আসন সাজাতে লাগলেন তখন ধীরে ধীরে কম্প থেমে গেল এবং ঠিক সেই সময় সিদ্ধার্থ গৌতমের চিন্তা ও কেঁপে উঠেছে। দিনটি ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা দিন। রাত্রের প্রথম প্রহরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যোগাসনে বসেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন এই আসন থেকে হয় সত্যের সন্ধান লাভ না হয় মৃত্যু। কবির সুবলতে হয়-

এ আসনে যাক মম দেহ শুকাইয়া,  
অস্থি, মাংস, চর্ম যাক প্রলয়ে ডুবিয়া।  
না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুঃখভ জগতে,  
টুলিবেনা দেহ মোর এ আসন হতে।

এই কারণে এই আসনকে বজ্রাসন বলা হয়েছে এবং এই আসনে বসেই কঠোর তপস্যা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাই বৃক্ষটির নাম বোধিবৃক্ষ। বর্তমানে বোধিবৃক্ষতলে লাল পাথরে নির্মিত পদ্মাকার বজ্রাসনের ওপর দুইটি পায়ের ছাপ খোদিত আছে। আসনটি লৌহার শিকলের ঘেরায় সংরক্ষিত।

তথাগত ভগবান বুদ্ধের খোদিত পায়ে হাপ বন্দনার গাথা

" তথাগতেন তং বিসল বোধি পাদং নমামি সর্বদা "

অনুবাদ : তথাগত ভগবান বুদ্ধের সুবিসাল বোধি পাদচিহ্নকে সর্বদা বন্দনা করছি।

## ডুঙ্গেশ্বরী পর্বত ও গুহা মন্দির

বুদ্ধ গয়া ১৫ কিঃ কিঃ দূরে নিরঞ্জনা নদীর ওপারে ডুঙ্গেশ্বরী পর্বত। পর্বতের ২০০ ফুট উপরে একটি গুহা ও একটি তিব্বতী বৌদ্ধমন্দির আছে। বোধি লাভের পূর্বে সিদ্ধার্থ গৌতম ডুঙ্গেশ্বরী গুহায় কিছুদিন তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা করতে করতে এক সময় কংকালসার হয়ে পড়েন। ডুঙ্গেশ্বরী পর্বতের কাছাকাছি সুজাতার পিত্রালয়। গ্রামের নাম সেনানী গ্রাম। শ্রমণ গৌতম অনাহারে অনিদ্রায় দেহ শীর্ণকায়ও চক্ষু কোটরাগত হয়ে একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন এবং চিন্তা করলেন এভাবে সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। এই বার শ্রমণ গৌতম তপস্যার পন্থা পরিবর্তন করে মধ্য পন্থা অবলম্বন করলেন অর্থাৎ প্রয়োজন মত আহার করবেন তারপর তপস্যা। একদিন নিরঞ্জনা নদীর তীরে একটি অশ্বখ বৃক্ষের নীচে বসে পূর্বদিক আকাশের দিকে তন্ময় দৃষ্টিতে তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, যে গাছের বৃক্ষ দেবতাকে শ্রেষ্ঠী কন্যা সুজাতা প্রত্যেকদিন পূজা করতেন এবং সেই পুণ্যের প্রভাবে বৃক্ষ দেবতা তার অভিলাষ পূর্ণ করেছেন। এখন তিনি পতিগর্বে ভাগ্যবতী রমনী ও পুত্রগর্বে তিনি একজন জননী। তখন সুজাতা তপস্যারত কংকালসার সন্যাসীকে দেখে ঠিকই মনে করলেন তার পুণ্যের প্রভাবে সত্যি সত্যিই বৃক্ষদেবতা সন্যাসী রূপে উপনীত হয়েছেন। শ্রেষ্ঠী কন্যা সুজাতা বিনয় সুরে বললেন ওহে বৃক্ষদেবতা, ওহে প্রভু আপনার মহান আশীর্বাদে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আমার নিজ হাতে রান্না করা এই স্বর্ণ পাত্র পূর্ণ পায়সান্ন গ্রহণ করে

## বজ্জাসন

সিদ্ধার্থ গৌতম ইস্ততঃ পরিভ্রমণ করতে করতে নিরঞ্জন নদীতে স্নান করে ক্লাস্তি দূর করলেন এবং সেই পিপুল বৃক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন স্থানটি খুবই পবিত্রময়। কিন্তু কিসের উপর বসে তপস্যা করবেন। এভাবে চিন্তা করতে করতে এমন সময় স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তুষিত স্বর্গ হতে এসে ছদ্মবেশ ধারণ করে এক বোঝা কুশতৃণ নিয়ে তথায় উপস্থিত হলেন। সিদ্ধার্থ গৌতম কুশতৃণ বোঝাটি অনুনয় বিনয় সুরে চাহিলে ছদ্মবেশী দেবরাজ নির্দিধায় কুশতৃণ বোঝাটি দিয়ে দিলেন। কুশতৃণ বোঝা নিয়ে অত্যন্ত আনন্দমনে পিপুল বৃক্ষের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে এমন সময় ঐ স্থানের মেদেনী খর খর করে কেঁপে উঠল এবং ঠিক সেই স্থানে যখন সেই কুশতৃণ দিয়ে আসন সাজাতে লাগলেন তখন ধীরে ধীরে কম্প থেমে গেল এবং ঠিক সে সময় সিদ্ধার্থ গৌতমের চিন্তা ও কেঁপে উঠেছে। দিনটি ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা দিন। রাত্রে প্রথম প্রহরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যোগাসনে বসেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন এই আসন থেকে হয় সত্যের সন্ধান লাভ না হয় মৃত্যু। কবির সুরে বলতে হয়-

এ আসনে যাক মম দেহ শুকাইয়া,  
অস্থি, মাংস, চর্ম যাক প্রলয়ে ডুবিয়া।  
না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুঃখভ জগতে,  
টুলিবেনা দেহ মোর এ আসন হতে।

এই কারণে এই আসনকে বজ্জাসন বলা হয়েছে এবং এই আসনে বসেই কঠোর তপস্যা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাই বৃক্ষটির নাম বোধিবৃক্ষ। বর্তমানে বোধিবৃক্ষতলে লাল পাথরে নির্মিত পদ্মাকার বজ্জাসনের ওপর দুইটি পায়ের ছাপ খোদিত আসনটি লৌহার শিকলের ঘেরায় সংরক্ষিত।



তথাগত ভগবান বুদ্ধের খোদিত পায়ের ছাপ বন্দনার গাথা

" তথাগতেন তং বিসল বোধি পাদং নমামি সর্বদা "

অনুবাদ : তথাগত ভগবান বুদ্ধের সুবিসাল বোধি পাদচিহ্নকে সর্বদা বন্দনা করছি।

## ডুঙ্গেশ্বরী পর্বত ও গুহা মন্দির

বুদ্ধ গয়া ১৫ কিঃ কিঃ দূরে নিরঞ্জন নদীর ওপারে ডুঙ্গেশ্বরী পর্বত। পর্বতের ২০০ ফুট উপরে একটি গুহা ও একটি তিব্বতী বৌদ্ধমন্দির আছে। বোধি লাভের পূর্বে সিদ্ধার্থ গৌতম ডুঙ্গেশ্বরী গুহায় কিছুদিন তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা করতে করতে এক সময় কংকালসার হয়ে পড়েন। ডুঙ্গেশ্বরী পর্বতের কাছাকাছি সুজাতার পিত্রালয়। গ্রামের নাম সেনানী গ্রাম। শ্রমণ গৌতম অনাহারে অনিদ্রায় দেহ শীর্ণকায়ও চক্ষু কোটরাগত হয়ে একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন এবং চিন্তা করলেন এভাবে সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। এই বার শ্রমণ গৌতম তপস্যার পন্থা পরিবর্তন করে মধ্য পন্থা অবলম্বন করলেন অর্থাৎ প্রয়োজন মত আহার করবেন তারপর তপস্যা। একদিন নিরঞ্জন নদীর তীরে একটি অশ্বখ বৃক্ষের নীচে বসে পূর্বদিক আকাশের দিকে তন্ময় দৃষ্টিতে তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, যে গাছের বৃক্ষ দেবতাকে শ্রেষ্ঠী কন্যা সুজাতা প্রত্যেকদিন পূজা করতেন এবং সেই পুণ্যের প্রভাবে বৃক্ষ দেবতা তার অভিলাষ পূর্ণ করেছেন। এখন তিনি পতিগর্বে ভাগ্যবতী রমনী ও পুত্রগর্বে তিনি একজন জননী। তখন সুজাতা তপস্যারত কংকালসার সন্যাসীকে দেখে ঠিকই মনে করলেন তার পুণ্যের প্রভাবে সত্যি সত্যিই বৃক্ষদেবতা সন্যাসী রূপে উপনীত হয়েছেন। শ্রেষ্ঠী কন্যা সুজাতা বিনয় সুরে বললেন ওহে বৃক্ষদেবতা, ওহে প্রভু আপনার মহান আশীর্বাদে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আমার নিজ হাতে রান্না করা এই স্বর্ণ পাত্র পূর্ণ পায়সান্ন গ্রহণ করে

আমার মনোবাসনা পূরন করুন। সন্যাসী সিদ্ধার্থ বললেন- ওহে ভগিনী আমি দেবতা নই। আমি তোমার মত একজন মানুষ এবং রাজ সিংহাসন ত্যাগ করে মুক্তির পথ অবেষণে সন্যাসী হয়েছি। শ্রমণ গৌতম সুজাতার পায়সান্ন পাত্রটি গ্রহণ করলেন এবং বললেন ওহে ভগিনী তুমি যেমন সত্যক্রিয়ার প্রভাবে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে, তেমনি তোমার এই পায়সান্ন খেয়ে আমি ও যেন সম্বোধি লাভ করি। তার পর নিরঞ্জন নদীতে নেমে বললেন- সুজাতার পায়সান্ন ভোজনে যদি আমার সত্য সাধনে সিদ্ধিলাভ হয় অর্থ্যাৎ সম্বোধি লাভ হয় তবে এই স্বর্ণ পাত্রটি স্রোতের দিকে না গিয়ে উজানের দিকে ভেসে যাবে এই বলে পাত্রটি নিরঞ্জন নদীতে ভেসে দিলে পাত্রটি ঠিকই উজানের দিকে ভেসে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিব্যজ্ঞান উদয় হল।



বুদ্ধ গয়ার পবিত্রময় তীর্থস্থান ছাড়াও মহা বোধির মূল মন্দিরের চারপাশে

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সুন্দর সুন্দর সুরম্য বিশাল মন্দির রয়েছে। যেমন তিব্বতী বুদ্ধ মন্দির, চীনা বুদ্ধ মন্দির, থাই বুদ্ধ মন্দির, ভূটান, বার্মা, জাপান, শ্রীলংকা মহাবোধি সোসাইটির আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্র এবং ভারত ও বাংলাদেশের সম্মিলিত চাকমা বৌদ্ধদের বুদ্ধ মন্দির। এছাড়া নীল আকাশের নীচে ৮০ ফুট উচ্চতা বিশাল আকারের গ্রেনাইট পাথরে নির্মিত বুদ্ধ মূর্তিটি বিশেষ আকর্ষণীয়।

১৫. ১৫. ১৫. বৌদ্ধগয়ায় আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্রে রীতি অনুসারে কঠিন  
চীনের গায়ান শ্রম গায়ান নির্ধারিত দিনে বার্ষিক কঠিন চীনের দান উদ্‌যাপিত হয়।

১৬. ১৬. ১৬. বৌদ্ধ গয়া দর্শন এবং ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিশ্লেষণ  
করেন গয়ায় 'অপর এক পবিত্র তীর্থস্থান সারনাথ দর্শনে এগিয়ে চলুন। তার  
দ্বারা বৌদ্ধগয়ায় গাতায়াত ও বাসস্থান সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া প্রয়োজন  
নাম গয়ায় গয়া।

গাতায়াত (রেল পথে):- গ্রান্ড কর্ড এক্সঃ হাওড়া থেকে দিল্লী গামী গয়া  
স্টেশনে থামে। দুই এক্সঃ শিপ্রা এক্সঃ হাওড়া থেকে কালকা গামী গয়া স্টেশনে  
থামে। আরও অনেক ট্রেন হাওড়া ছেড়ে গয়া স্টেশনে থামে।

বাস পরিবহন:- কোলকাতা থেকে বিভিন্ন টুরিস্ট কোম্পানীর বাস পাওয়া  
যায়। তবে রিজার্ভ করতে হবে। যেমন- ডাইমন্ড টুরিস্ট সৌরভ ১৭৮ বি,টি  
গোড, গেল ঘোরিয়া, কোলকাতা। ফোন নং- (০) ৫৬৪-৪৮৫৫/ (০) ৫৯৩-  
৩৩৩৩ নাথারে টেলিফোন বার্তায় টুরিস্ট পরিবহন ব্যবস্থা করা যাইবে।

বাসস্থান:- মহাবোধি সোসাইটির অতিথিশালা, বিড়লা মন্দিরের অতিথি  
শালা, আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্রের অতিথি শালা, চাকমা বৌদ্ধ মন্দির  
ইত্যাদি। তাছাড়াও মন্দিরের আশপাশে অনেক বিলাশ বহুল বোডিং রয়েছে।

১৭ নভেম্বর/০২ রবিবার রাত্রে খাবারের পর রাত ৮.০০ টায় বুদ্ধ গয়া  
থেকে এরত্থের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শুভ যাত্রা করি এবং সারারাত চলার  
পর ১৮ নভেম্বর/০২ সোমবার সকাল ৮.০০ টায় পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থস্থান  
দাশগুপ্ত পৌছি এবং তথায় ধর্ম চরণ বৌদ্ধ বিহারের (জাপানী মন্দির) অতিথি  
শালায় ২০ নভেম্বর/০২, বুধবার বিকাল পর্যন্ত অবস্থান করে বিভিন্ন তীর্থ স্থান,  
দাশগুপ্ত তথাগত ভগবান বুদ্ধের দন্ত ধাতু দর্শনে সুযোগ লাভ করি। পবিত্র  
বৌদ্ধগয়া থেকে সারনাথ দূরত্ব ৩৬০ কিঃ মিঃ।

## সারনাথ (উত্তর প্রদেশ)

ভূমিকাঃ- সারনাথ এর প্রাচীন নাম ছিল ইসিপতন মিগদায়। ইসি বা ঋষি বা পছেহক বুদ্ধ। পছেহক বুদ্ধগণ সেই স্থানে অবতরণ করেছিলেন বলে ইহা ঋষি পতন স্থান নামকরণ করা হয়েছিল। আবার ‘মিগ’ অর্থে মৃগ ‘দায়’ অর্থে উদ্যান। প্রাচীন কালে এই পবিত্র স্থানটি গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। তাই ইহা মিগদায় নামেও আখ্যায়িত। প্রাচীন নাম বিলুপ্ত হয়ে বর্তমানে সারনাথ নামে বিখ্যাত। ইহা বরুনা নদীর তীরে অবস্থিত। তথাগত ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর এই পবিত্রময় সারনাথে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। কথিত আছে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তাঁর সহবাসী কৌন্ডিণ্য, বপ্প, ভদ্রীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ এই সারনাথে অবস্থান করেছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর তথাগত ভগবান বুদ্ধ তাঁর পঞ্চবর্গীয় সহবাসীদেরকে সর্বপ্রথমই ধর্ম দেশনা দেওয়ার জন্য সারনাথে পদার্পন করেছিলেন। সর্ব প্রথম কৌন্ডিণ্য দূর থেকে বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলেন ধীর ও শান্ত পদক্ষেপে কাষায় বস্ত্র পরিধান ও মুণ্ডিত মস্তকে তাঁদের আশ্রমের দিকে এগিয়ে আসতেছেন।

তথাগত ভগবান বুদ্ধ তাঁদের আশ্রমে উপস্থিত হলে পঞ্চ সন্ন্যাসী এক সঙ্গে বুদ্ধকে শিষ্টাচার প্রদর্শন করলেন এবং উচ্চাসনে বসিয়ে কুশল বিনিময় করলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কৌন্ডিণ্য প্রশ্ন করলেন হে, গৌতম তোমার পরিধানে এখনো শ্রামনের কাষায় বস্ত্র কিন্তু একাধিক বার পট্টা অনুসরণ ও বর্জন করেছ-এই সংবাদ কি সত্য? উত্তরে বুদ্ধ বললেন- হে কৌন্ডিণ্য এ সংবাদ সত্য। কৌন্ডিণ্য আবার প্রশ্ন করলেন- হে গৌতম এখন তোমার কোন পট্টা? উত্তরে বুদ্ধ বললেন- সদ্ধর্ম পট্টা। হে কৌন্ডিণ্য, হে অশ্বজিৎ, হে মহানাম, হে বপ্প, হে ভদ্রীয় আমি সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি। তখন পঞ্চ সন্ন্যাসী এক সাথে করজোড়ে নতজানু মস্তকে বললেন, হে সুগত, হে সম্মুদ্র এই সদ্ধর্মের

জ্ঞান জগতের। সঙ্করের দীক্ষাদানে আমাদেরকে দীক্ষিত করুন। তথাগত ভগবান বুদ্ধ পঞ্চ সঙ্কালীকে দীক্ষা দিলেন এবং শিষ্যত্বে বরণ করলেন, বললেন- আজ থেকে তোমরা আমার পঞ্চবর্গীয় শিষ্য নামে অভিহিত হলে।

৷ৱাৱ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণের কৌন্ডিন্য সর্ব প্রথম বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন- ও তথাগত ভগবান আপনার উদ্ভাবিত সম্বোধি জ্ঞানের স্বরূপ সংক্ষেপে বিবরণ করুন। উত্তরে বুদ্ধ বললেন, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়, অনিষ্ট, শিথিলতা বিয়োগ এ সকলই দুঃখময়। এই দুঃখ সমষ্টিই প্রথম সত্য। কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ইত্যাদি বারবার উৎপন্ন দুঃখ সমুদয় দ্বিতীয় সত্য। দুঃখ নিরোধ করার সংকল্প অর্থাৎ তৃষ্ণার বিরাগ, তৃষ্ণার নিরোধ ত্যাগ, বিসর্জন ও ত্যক্তি এই তৃতীয় সত্য। দুঃখ নিরোধের উদ্দেশ্যে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক বোধ, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি এই অষ্টমার্গই হল চতুর্থ সত্য। একাল হলো তথাগত ভগবান বুদ্ধের উদ্ভাবিত চতুরার্যসত্যের সারমর্ম।

৷ৱাৱ বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন অশ্বজিত- ও হে তথাগত ভগবান এই চতুরার্য সত্যের মাধ্যমে কি দুঃখ মুক্তি ও আত্মমুক্তি সম্ভব? উত্তরে ভগবান বুদ্ধ বললেন- হে পঞ্চবর্গীয় এ জগতে অবিদ্যাই সকল কিছুর কারণ। অবিদ্যা অজ্ঞানতা সেহেতু অবিদ্যা থেকে সংস্কার, সংস্কার থেকে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞান থেকে নামরূপ, নামরূপ থেকে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন থেকে স্পর্শ, স্পর্শ থেকে বেদনা, এই বেদনা থেকে সৃষ্টি হয় অকল্যানকারী তৃষ্ণা। তৃষ্ণা থেকে চলতে গেলে পূর্ণজন্ম।

এই অষ্টমার্গ অষ্টাঙ্গিকমার্গ অবলম্বন ও অনুশীলন প্রতিটি শ্রমণ ও গৃহীর তথাগত জন্য এই সঙ্কর্ম। গৃহী ব্যক্তি তপস্যায় অম হতে পারে কিন্তু অষ্টমার্গের অনুশীলনে দৈনন্দিন জীবনে অষ্টশীল বা নীতি পালনের দ্বারা কুলুশমুক্ত করতে পারে এতেই গৃহীর মুক্তি। দুঃখরূপ সত্যের কার্য কারণ জ্ঞাত হলে দুঃখ নিরোধের চেষ্টা সকল গৃহীর পক্ষে সম্ভব। গৃহী মানুষের মন থেকে অহংকার,

হিংসা, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ ইত্যাদি দুঃখ বিমোচনের চেষ্টা সকল গৃহীর পক্ষে সম্ভব এবং কর্তব্য। কিন্তু গৃহত্যাগী শ্রমণ ভিক্ষু বন্ধনহীন তাদের পরিব্যাপ্তি সর্ব স্থানে ও সর্ব জীবনে অষ্টাঙ্গিকমার্গ অবলম্বন ও অনুশীলন ইহাই সদ্ধর্ম এবং ইহাই মুক্তি।

সারনাথে তথাগত বুদ্ধ সদ্ধর্ম প্রবর্তনের চারিমাস প্রায়ই শেষ। তখন ভগবান বুদ্ধে পঞ্চশিষ্যসহ ভিক্ষু সংখ্যা দশজন। তথাগত ভগবান বুদ্ধ বললেন- হে ভিক্ষুগণ এই চারিমাসে যে আদর্শ বাণী তোমরা অবগত হয়েছ তাহা জগতের সর্বজনের কাছে পৌছে দিও। বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য এবং বহুজনের কল্যাণের জন্য তোমরা দিকে দিকে যাত্রা করো। দুই জন ভিক্ষু একই পথে একই দিকে যাবে না। প্রত্যেকের পথ হবে পৃথক। হে ভিক্ষুগণ তোমরা সেই সদ্ধর্ম প্রচার করো, যার আদিতে কল্যাণ মধ্যে কল্যাণ এবং অস্তে কল্যাণ। তিনি আরও বললেন লোক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করো, তার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হবে সদ্ধর্ম। ভিক্ষুগণ তিনবার সাধু! সাধু! সাধু! বলে আত্ম প্রকাশ করলেন।

বয়ঃ জ্যেষ্ঠ কৌন্ডিণ্য জিজ্ঞাসা করলেন হে ভগবান আপনি কী এখানেই অবস্থান করবেন? তথাগত উত্তরে বললেন- আমি উরুবিল্ব হয়ে রাজগৃহে বা রাজগীর অভিमुखে গমন করবো। তোমরা রাজগৃহে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

সারনাথে উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় পবিত্র তীর্থস্থানের মধ্যে মূলগন্ধকুটি বিহার, চৌখন্ডি স্তূপ, ধামেক স্তূপ, ধর্মরাজিক স্তূপ, আশোক স্তূপ ও মূল মন্দির, সংগ্রহ শালা।



## মূলগন্ধকুটি বিহার

সিংহলের অনাগারিক ধর্মপাল মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর সারনাথে একটি বিহার নির্মাণের পরিকল্পনা করেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বিহারটি নির্মাণ করে ১৯৩১ সালে ১১ নভেম্বর কার্তিক পূর্ণিমায় বিহারটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। তথাগত ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পর যখন তাঁর পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণের সাথে দর্শন করতে সারনাথে এসেছিলেন তখন এই স্থানে একটি কুটির নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তথাগত ভগবান বুদ্ধ তথায় অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। বুদ্ধ যখন ধর্ম প্রচারের জন্য অন্য কোথাও যেতেন তখন তথাগত বুদ্ধের কুটিরে সুগন্ধ পুষ্প ও সুগন্ধ দ্রব্য রেখে যেতেন। সে কারণে এই কুটিরকে মূলগন্ধকুটি বলা হত।

বর্তমানে সিংহলের অনাগারিক ধর্মপাল এর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তথাগত ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই বিশাল আয়তনের সুন্দর সুরম্য বিহার বা মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৩২ সালে তক্ষশীলায় প্রাপ্ত বুদ্ধ অস্থি এই মূলগন্ধ কুটির মন্দিরে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক বছর কার্তিক পূর্ণিমায় এই মন্দিরে বিরাট ধর্ম উৎসবের স্বয়ং বুদ্ধের ধাতু প্রদর্শন করা হয়। দেশ বিদেশ হতে হাজার হাজার বৌদ্ধ ধর্মালম্বী তীর্থ যাত্রী এই পবিত্র মহতি উৎসবে যোগদান করে বুদ্ধ ধাতু দর্শন করেন।

## চৌখন্ডি স্তূপ

চৌখন্ডি স্তূপটি একটি প্রাচীন বিশাল স্তূপের ধ্বংসাবশেষ কংকাল। স্তূপটি কখন নির্মিত হয়েছিল প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞগণ তার সঠিক তথ্য উৎঘাটন করতে পারেননি। তবে স্তূপের অষ্ট কোণ বিশিষ্ট স্থাপত্য ধারা, ইটের গঠন প্রথা ও কার্যধারা দেখে অনুমান করেন যে এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় খৃষ্টাব্দে নির্মিত। সারনাথ মূল মন্দিরের আধা মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই চৌখন্ডি স্তূপ। স্তূপের পাদদেশে একটি বাঁধানো কুপ আছে। স্তূপের উপরে উঠার জন্য একটি সিঁড়ি আছে। স্তূপটি প্রায় ৩০০ ফুট উঁচু এবং স্তূপের গাত্র বহু মূল্যবান প্রস্তর ও সুন্দর কারুকার্য মণ্ডিত। কোন কোন পণ্ডিত বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এই স্থানে তথাগত ভগবান বুদ্ধ কৌন্ডিন্য সহ তার আদি সহবাসী গণের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

## ধামেক স্তূপ

এই স্তূপটি চৌখন্ডি স্তূপ হতে আধা মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু কৌন্ডিন্য, বপ্প-বন্দিয়, মহানাম ও অশ্বজিত অবস্থান করতেন। তথাগত ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করার পর সর্ব প্রথম এ স্থানে এসেছিলেন এবং পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের সঙ্ঘর্ম দীক্ষা দিয়ে শিষ্যত্ব বরণ করেন এবং ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র পাঠ করেন। স্তূপটি আদি নির্মাণ কার্য সম্রাট অশোক দ্বারা সাধিত হয়েছিল। স্তূপের ভিতর থেকে একখানা ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ১৫ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ৭ ইঞ্চি চওড়া আকারের পাথরের ফলক আবিষ্কৃত হয়। এই পাথরের ফলকে বুদ্ধের মূল বাণী সূত্রটি "যে ধম্মা হেতু পপ্ভবা " লিখিত পাওয়া যায়। ইহার অর্থ "কারণ হতে সব ঘটে "। এই ফলকটি বর্তমানে কোলকাতা যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ধর্ম প্রাণ সুধীবৃন্দের কোন সময় কোলকাতা যাদুঘর দর্শনের সুযোগ হলে স্বয়ং বুদ্ধের মূল বাণীর ফলকটির কথা যেন স্মরণ থাকে।

## ধর্মরাজিক স্তূপ

জম্বুদ্বীপে অর্থাৎ ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে সম্রাট অশোক ৮৪ হাজার স্তূপ ও স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। তন্মধ্যে এই ধর্মরাজিক স্তূপটি যথেষ্ট মর্যাদার গৌরব বহন করেছে। কেননা এই স্থানেই সম্রাটের খোদিত একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। স্তূপটি গোলাকার এবং গায়ে নানারূপ কারুকার্য করা। মূল মন্দির থেকে ৪/৫ শত ফুট পশ্চিমে এই ধর্মরাজিক স্তূপটি অবস্থিত। এগার/বার শতকে মুসলমানের বার বার আক্রমণে সারনাথে স্থাপত্য ধ্বংস হওয়ার পরও গাণাসীর দেওয়ান নিজের নামে যে জগৎ গঞ্জবাজার প্রতিষ্ঠা করেন তার আধিকাংশ ইট, পাথর এই ধর্মরাজিক স্তূপ ভেঙ্গে সংগ্রহ করেছিলেন। যদিও এই স্তূপটি অনেক অংশের প্রস্তর খন্ড ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও শত ফুট উচ্চ স্তূপটি এই অবস্থাতে বর্তমান আছে।

## অশোক স্তম্ভ

সম্রাট অশোক লুম্বিনীতে যেমন তথাগত ভগবান বুদ্ধের জন্ম স্থান নির্দেশ করে রাখার জন্য বেলে পাথরের লিপি স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন তেমনি ধর্মচক্র প্রবর্তনের নির্দেশ করার জন্য তিনি সারনাথে এই স্তম্ভ নির্মাণ করেন এবং তাঁর নামানুসারে অশোক স্তম্ভ নাম করণ করা হয়েছে। এই স্তম্ভ বিশেষভাবে নির্মিত হয় এবং এর শীর্ষে বসান আছে চারটি সিংহ মূর্তি। সিংহ মূর্তির উপরে অর্থাৎ শীর্ষে একটি ধর্মচক্র বসান ছিল। এই ধর্ম চক্রের মূলমন্ত্র হল শান্তি, ন্যায়ধর্ম ও প্রগতি। বর্তমানে এই ভগ্ন স্তম্ভের চতুর্মুখ সিংহ মূর্তিটি ভারত সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অশোকের ধর্মচক্র মূর্তিটি ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করায় বিশ্বের বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলি যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করে।

## মূল মন্দির

ধর্মবাজিক স্তূপের সামান্য উত্তরদিকে আবিস্কৃত হয় সারনাথের মূল মন্দির। প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞগণের মতে, জানা যায় এখানে একটি বৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির ছিল। মন্দিরের ভিতর একটি ভগ্ন শায়িত অবস্থায় বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। এই মূর্তিটি বর্তমানে কোলকাতা যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

## সংগ্রহ শালা

এই সংগ্রহ শালাটি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। সংগ্রহ শালায় প্রবেশ করলে মনে এক অদ্ভুত আনন্দ ও পুলক সঞ্চারিত হয়। কেননা সারনাথ খননের দ্বারা যে সমস্ত মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া গেছে সে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী এই সংগ্রহ শালায় বা মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। প্রধান প্রধান আর্কমণীয় দ্রব্যের বিবরণ নিম্নে বিশ্লেষণ করা হইল।

১। চতুর্মুখ সিংহ স্তম্ভ শিরঃ- ইহা ২২০০ বছর পূর্বে সম্রাট অশোক তাঁর দীক্ষা গুরু ভিক্ষু উপগুপ্তের সাথে সারনাথ এসে তথাগত ভগবান বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তন স্থানটি চিহ্নিত করে ঐ স্থানে একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। ইহা চুনা পাথরের তৈরী। বর্তমানে স্তম্ভটি খন্ড বিখন্ড হয়ে মূল গন্ধকুটি বিহারের সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় আছে। চতুর্মুখ সিংহশির বোঝাতে যেমন- বৃষশিরটি বুদ্ধের জন্ম, হস্তী শিরটি মায়াদেবীর গর্ভ ধারণ, অশ্বশিরটি সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ এবং সিংহশিরটি ধর্ম প্রচারের প্রতীক বোঝানো হয়েছে।

২। একখন্ড লাল পাথরের খোদিত বুদ্ধমূর্তিঃ- এই মূর্তিটি দাঁড়ানো অবস্থায় আছে। মূর্তির পিছনে একটি বড় পাথরের নির্মিত ছাতা আছে। যে কোন দর্শকের মনকে এই বুদ্ধমূর্তি বিশেষ আর্কষণীয়।

৭। গম্ভীর প্রবর্তন অবস্থায় বুদ্ধমূর্তিঃ- মূর্তিটি দেখলে মনে হয় যেন  
কীৰ্ত্তি অগস্ত্য ঔগবান বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করিতেছেন।

৮। গোদিসত্বের দন্ডায়মান মূর্তিঃ মূর্তিটি ১২ফুট উঁচু দন্ডায়মান অবস্থায়  
নান্দী। মূর্তিটির পিছনে পাথরের নির্মিত ছাতা আছে।

### সারনাথের যাতায়াত ব্যবস্থা

১।	১।	১।	১।	১।
১।	১।	১।	১।	১।
১।	১।	১।	১।	১।
১।	১।	১।	১।	১।
১।	১।	১।	১।	১।

সারনাথ থেকে কুশীনগর, লুম্বিনী ও শ্রাবস্তী যাবার জন্য গাড়ী ব্যবস্থা  
আছে।

### বাসস্থান

মহাবোধি সোসাইটি অতিথিশালা, শেঠ যুগল কিশোর বিড়লা মন্দির  
আতিথিশালা, এছাড়াও বার্মিজ মন্দির অতিথিশালা, তিব্বতী মন্দির অতিথিশালা  
আছে। এবার পবিত্র তীর্থস্থান সারনাথ দর্শন এবং বিভিন্ন পুন্যক্ষেত্র দর্শন  
কালে ঐতিহাসিক আগ্রার তাজমহল, মহাত্মা গান্ধীর যাদুঘর, ইন্দিরা গান্ধীর  
গাদুঘর ইত্যাদি দর্শনে এগিয়ে চলুন দিল্লীর অভিমুখে।

২০ নভেম্বর/০২ বুধবার রাতের খাবারের পর রাত ৮.০০ টায় ত্রিপুরা প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সারনাথ থেকে আত্মা ও দিল্লীর অভিমুখে শুভ যাত্রা আরম্ভ করে সারারাত চলার পর ২১ নভেম্বর/০২ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪.০০টায় আত্মায় পৌছি। আত্মায় কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করে ঐতিহাসিক তাজমহল দর্শন করি।

### আত্মা তাজমহল (উত্তর প্রদেশ)

পঁচিশ টাকা গেইট পাস নিয়ে তাজমহল গেইট ঢুকতে হয়। উল্লেখ্য যে বিড়ি, সিগারেট, ম্যাচ, চিরুনী, ব্রেড, ছুরি ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে গেইটে ঢুকা নিষেধ। আবার বাংলাদেশী পরিচয় দিলেও গেইট রক্ষক ঢুকতে অনুমতি দিবে না। যদিও সে পঁচিশ টাকা দিয়ে টিকেট ক্রয় করে থাকেন। কেবলমাত্র বাংলাদেশী নাগরিক ব্যতীত বিশ্বের যে কোন লোকের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। সেদিন রাত্রে তাজমহল গেইটের বাহিরে খোলা মাঠে রান্না বান্না করে রাতের খাওয়ার পর রাত ১০.০০ টায় ত্রিপুরা বন্দনা করে দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করি। সারারাত চলার পর পরের দিন ২২ নভেম্বর/০২ শুক্রবার সকাল ৭.০০ টায় দিল্লী পৌছি। তথায় চত্বরপুর ধর্মশালার (হিন্দু মন্দির) অতিথি শালায় অবস্থান করি। সকাল দশটায় দিল্লীর বিশাল আকারের সুন্দর ও সুগম্য "লটাস টেম্পল" দর্শন করি। এখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশী বিদেশী হাজার হাজার পর্যটক মন্দিরের অভ্যন্তরে চেয়ারে বসে নিরবে নিঃশব্দে যাত্রার ধর্মের প্রতি স্মরণ করে প্রার্থনা ও ভাবনা করে থাকেন। দিল্লীতে একাদশ অর্থ্যাৎ ২২ নভেম্বর/০২ শুক্রবার বিশ্রাম করার পর ২৩ নভেম্বর/০২ শনিবার সকাল ৮.০০টায় ত্রিপুরার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন শ্রাবস্তীর অভিমুখে যাত্রা করি। যাত্রার পথে দিল্লীর মহাত্মা গান্ধির বাসভবন ও যাদুঘর, ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবন ও যাদুঘর এবং রাজঘাটের গান্ধি পরিবারের মহা শ্মশান দর্শন করা।

১৯৮৬-৮৭ টায় দিল্লী মহানগর ত্যাগ করে সারারাত চলার পর ২৪  
১৯৮৭/৮৮ গাধার সারাদিন চলার পর রাত ১১.০০ টায় শ্রাবস্তী পৌছি।  
১৯৮৮ শ্রাবস্তী মন্দিরের নীচ তলায় অবস্থান করি। মেঝের উপর শুকনা খড়  
১৯৮৯/৯০ উপর বিছানা পাটি বিছাইয়া ২৫ নভেম্বর/০২ সোমবার পর্যন্ত  
১৯৯০/৯১ করি।

দিল্লী থেকে শ্রাবস্তীর দূরত্ব ৬৫০ কিঃ মিঃ

## শ্রাবস্তী (উত্তর প্রদেশ)

১৯৯১ শ্রাবস্তীর প্রাচীন নাম ছিল সাবথী। ইহা কৌশল রাজ্যের রাজধানী  
১৯৯২ কৌশল রাজ্যের রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ। অতিপ্রাচীন কালে সাহেথ  
১৯৯৩ দুইটি নগর ছিল। ইহা তৎকালীন কৌশল রাজ্যের রাজধানী ছিল।  
১৯৯৪ সাহেথ নামানুসারে পরিবর্তন হতে হতে সাবথি এবং বর্তমানে শ্রাবস্তী  
১৯৯৫ নামটি চলে। উল্লেখ্য যে, তথাগত ভগবান বুদ্ধ পবিত্র অন্যতম তীর্থস্থান  
১৯৯৬ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডক কর্তৃক নির্মিত পূর্বরাম বিহারে পঁচিশ বছর বর্ষা বাস  
১৯৯৭ করেছিলেন। নির্জন ও সুন্দর পরিবেশ জনিত কারণে তথাগত ভগবান বুদ্ধ এত  
১৯৯৮ বেশী বর্ষাবাস অন্য কোথাও করেননি বলে উল্লেখ আছে।

১৯৯৯ রাজা প্রসেনজিৎ‌র ভগ্নাবস্থা রাজপ্রাসাদের পূর্বদিকে একটি স্তূপ আছে।  
২০০০ বুদ্ধদেবের সঙ্ঘর্ম মহাকঙ্ক বা সঙ্ঘর্ম মহাশালা। এইটি রাজা প্রসেনজিৎ  
২০০১ কর্তৃক নির্মিত। এই সঙ্ঘর্ম মহাকঙ্কের পূর্বদিকে একটি ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়  
২০০২ এটি তথাগত বুদ্ধের মাসী-মা প্রজাপতি ভিনীর বিহার। বিহারটি রাজা প্রসেনজিৎ  
২০০৩ কর্তৃক নির্মিত। মহা প্রজাপতি বিহারের একটু পূর্বে এগিয়ে গেলে আবারও  
২০০৪ একটি স্তূপ রয়েছে। এটি অনাথ পিণ্ডক এর আবাস। অনাথপিণ্ডকের  
২০০৫ আশ্রয় স্তূপের সামান্য দক্ষিণে অঙ্গুলিমাল গুহ ও স্তূপ। এইখানে তথাগত  
২০০৬ ভগবান বুদ্ধের নিকট সঙ্ঘর্ম দীক্ষা নেয় এবং উপসম্পদা লাভ করেন।

শ্রাবস্তীর উল্লেখযোগ্য তীর্থ স্থানের মধ্যে জেতবন বিহার পূর্বরাম বিহার, অঙ্গুলিমাল গুহা, আনন্দ বোধি, অরহত্ত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুদের ভিক্ষুশালা, মঙ্গল পুস্করিণী ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হইল।

## জেতবন বিহার

শ্রাবস্তীর নগরের প্রধান বিত্তশালী শ্রেষ্ঠীর নাম ছিল সুদত্ত। তিনি অনাথ, আটুর, পঙ্গু এবং দরিদ্রদেরকে মুক্ত হস্তে দান দিতেন। এই জন্য তাঁকে অনাথপিভক সম্বোধন করে ডাকতেন। ক্রমে ক্রমে সুদত্ত নামটি অপ্রচলিত হয়ে অনাথপিভক নামে সুপরিচিত। একদিন অনাথপিভক তথাগত ভগবান বুদ্ধের নিকট সদ্ধর্ম দীক্ষার প্রার্থনা করেন। তথাগত বুদ্ধ অষ্টশীল প্রদান করে গৃহী জীবনে থেকেই সদ্ধর্ম পালন করার উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রাবস্তীতে এক জেত কুমারের একটি উপবন ছিল বড়ই মনোরম। সেই উপবনটি ক্রয় করার জন্য অনাথপিভক জেত কুমারের নিকট প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবে এক সম্ভে বিক্রি করতে রাজী হলেন যে উপবনটি এক একটি স্বর্ণমুদ্র সাজাইতে যত স্বর্ণ মুদ্রা প্রয়োজন হইবে উপবনটির মূল্য তত হইবে। অনাথপিভক কয়েক গাড়ী ভর্তি স্বর্ণ মুদ্রা এনে একটির পর একটি সাজাইতে লাগিলেন। এভাবে সমস্ত উপবনটি বিছাইতে মোট আঠার কোটি স্বর্ণ মুদ্রা লেগেছিল এবং আঠার কোটি স্বর্ণ মুদ্রা নির্ধারণ করা হইল। উপবনটি উপর জেতবন বিহারটি নির্মাণ করতে তাঁর আরও আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। জেতকুমার উপবনটির কিছু অংশ বিক্রয় না করে নিজের জন্য রেখে দিলেন এবং তথাগত ভগবান বুদ্ধকে দান করেন। বহু কক্ষ বিশিষ্ট বিশাল মনোরম বিহারটি অনাথপিভক তথাগত ভগবান বুদ্ধ এবং ভিক্ষু সংঘকে দান করেছেন। এই জন্য বিহারটির নাম অনাথপিভক “জেতবন বিহার” কৌশলরাজ প্রসেনজিৎ জেতবন বিহারে উপস্থিত হয়ে তথাগত ভগবান বুদ্ধের নিকট সদ্ধর্ম দীক্ষার প্রার্থনা করেন এবং



সদ্ধর্ম দী়া দিয়ে উপাসকরূপে দী়তি করেন ।

## পূর্বারাম বিহার

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখা এবং শ্রাবস্তির মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্র বধু স্বামীর নাম পূণ্যবর্দ্ধন । বিশাখা ছিলেন বুদ্ধ প্রাণা, সদ্ধর্ম ভক্তিমতি মহীয়সী উপাসিকা তথাগত ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তিতে এসেছেন শুনে বিশাখার মনে তৃপ্তি অনুভব করেন এবং ভিক্ষুদের অনুদান, চীবরদান, পানীয় দান করতেন । পূণ্যবতী বিশাখা শ্রাবস্তীতে নয়কোটি মুদ্রা ব্যয়ে সহস্র প্রকৌষ্ট পরিশোভিত পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করে তথাগত ভগবান বুদ্ধকে এবং ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন । তথাগত ভগবান বুদ্ধ এই পূর্বারাম বিহারে ছয় বর্ষাবাস যাপন করেছিলেন । পূণ্যবতী বিশাখা তাঁর ছাড়া জীবন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন । তাই তাঁকে মহা-উপাসিকা বিশাখা বলে সুপরিচিত ।

## অঙ্গুলীমাল গুহা

অঙ্গুলীমাল ছিলেন ভগবন নামক এক ব্রাহ্মন পুত্র । ভগবন ব্রাহ্মন ছিলেন কোশন রাজের অর্থাৎ প্রসেনজিৎ এর পুরোহিত । অঙ্গুলিমাল যে সময় জন্ম গ্রহণ করেন ঠিক সে সময় রাতে তার পিতা জন্ম নদ্রে দেখে জানতে পারলেন যে, সে বড় হলে এক ভয়ানক দস্যু হবে । এজন্য তার নাম রাখলেন হিংসক । কিন্তু লোকে তাকে অহিংসক বলে ডাকতেন । অহিংসক বয়োপ্রাপ্ত হলে তাঁর পিতা বিদ্যা শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় পাঠিয়েছিলেন । অহিংসক ছিলেন খুব বিনয়ী, মেধাবী ও গুরুভক্ত । অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত বিষয়ে তিনি পারদর্শিতা লাভ করায় তাঁর অন্যান্য ছাত্র সঙ্গীদের হিংসাবাব উৎপন্ন হয় এবং তাকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে নানা কিছু মিথ্যা অপবাদ করে গুপ্ত নিকট অভিযোগ দিত । আচার্য্য অহিংসকের প্রতি রাগান্বিত হয়ে একদিন

অহিংসককে বললেন- বৎস তোমার শিক্ষা শেষ হয়েছে অনেক পারদর্শিতা লাভ করেছ সুপণ্ডিত হয়েছে। এবার তুমি গুরু দক্ষিণা দিয়ে চলে যাও। অহিংসক বললেন ওহে শ্রদ্ধাবান আচার্য গুরু দক্ষিণা হিসাবে যাহা চাহিবেন তাহা দিব বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। আচার্য বললেন গুরু দক্ষিণা হিসাবে একটি একটি করে মানুষের ডান হাতের বৃদ্ধা অঙ্গুল নিয়ে এক হাজারটি অঙ্গুলের মালা গেঁথে আমার গলায় পড়িয়ে দাও। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গুরু দক্ষিণা দিতে অহিংসক বাধ্য হয়ে হিংসার পথ অবলম্বন করলেন। অস্ত্র শস্ত্র জোগার করে জালি নামক অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সেই বনে ছিল একটি গুহা। সেই গুহাতে অবস্থান করে নর হত্যায় লিপ্ত হলেন। পথিক সেই পথ ধরে চলার সময় তাদের হত্যা করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল নিয়ে মালা গাঁথতে লাগলেন। এভাবে নরহত্যা করতে করতে নয়শত নিরানব্বই জন হত্যা করেছেন আর মাত্র একজন হত্যা করলে তাঁর গুরু দক্ষিণার অঙ্গুলিমালা পূর্ণ হবে। এরূপ চিন্তা করতে করতে সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্বে সেই পথের দিকে তাঁর মাকে অগ্রসর হতে দেখেন। অহিংসক মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁর মাকে হত্যা করে সহস্র অঙ্গুলের মালা গেঁথে গুরু দক্ষিণা দিবেন। এমন সময় তথাগত ভগবান বুদ্ধ জ্ঞাননেত্রে দেখতে পেলেন অহিংসক মাতৃ হত্যা, নর হত্যা করে এই মুহূর্তে অবিচী নরকে পড়িবে। তাই তাঁদেরকে অবিচী নরকের পথ থেকে মুক্ত করার জন্য ঋদ্ধির প্রভাবে অহিংসকের সামনে উপস্থিত হয়ে ধীরে মন্ত্র গতিতে হাঁটতেছেন। অহিংসক মনে মনে খুশী হলেন যে এই সন্যাসীকে হত্যা করে তাঁর মাকে রক্ষা করবেন। কিন্তু অহিংসক খুব দ্রুতগতিতে দৌড়িয়াও সন্যাসীকে ধরতে পারছেন না। অথচ সন্যাসী ধীর গতিতে হাঁটতেছেন। অহিংসক আশ্চর্যান্বিত হয়ে ডেকে বললেন, ওহে শ্রমণ তুমি দাঁড়াও। উত্তরে বুদ্ধ বললেন, ওহে অঙ্গুলীমাল আমি দাঁড়িয়ে আছি। তুমি দাঁড়াও। সেই হতে তাঁর নাম অঙ্গুলীমাল। অঙ্গুলীমাল মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যেহেতু

তিনি খুব দ্রুতবেগে দৌড়িয়াও তাঁকে কিছুতেই ধরতে পারছেন না। অথচ তিনি (শ্রমণ) বলতেছেন আমি দাঁড়িয়ে আছি। তখন তথাগত ভগবান বুদ্ধ এর অর্থ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন, ওহে অঙ্গুলীমাল আমি দাঁড়িয়ে আছি এর অর্থ হলো “আমি স্থির” তুমি দাঁড়াও এর অর্থ হচ্ছে “তুমি অস্থির”। হে অঙ্গুলীমাল আমি সর্বজীবের প্রতি দয়াপন্ন সে জন্য আমি স্থির আর তুমি প্রাণীদের প্রতি অদয়াপন্ন। তাই তুমি অস্থির। তখন অঙ্গুলীমাল তার অস্থিরতার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলেন এবং বললেন, ওহে প্রভু আপনি সত্যিই একজন করুণাসাগর। আমার অপকর্মের হেতু আমার প্রতি করুণা হইয়া এই বনের গুহায় উপস্থিত হয়েছেন আমার প্রতি অনুকম্পা হয়ে আপনার অমৃতময় ধর্মবাণী শুনাইয়া আমাকে ধন্য করুণ এবং প্রতিজ্ঞা করিতেছি আজ থেকে আমি আজীবন পাপকর্ম বর্জন করলাম এই বলে তাঁর হাতে অস্ত্র শস্ত্র অদূরে নিক্ষেপ করে ভগবানের নিকট প্রবজ্যা প্রার্থনা করেন। তথাগত ভগবান বুদ্ধ এসো ভিক্ষু বলে উপসম্পদা প্রদান করেন। ভিক্ষু অঙ্গুলীমাল পরে অর্হত্ব লাভ করেন।

## আনন্দ বোধি

আনন্দ স্থবির মহামোদগলায়ন স্থবিরের সৌজন্যে বোধি বৃক্ষ থেকে বীজ আনয়ন করে কৌশলরাজ প্রসেনজিৎও অনাথপিণ্ডক দ্বারা রোপন করেছিলেন। তাই এই বৃক্ষটি শ্রাবস্তীবাসীরা আনন্দ বোধি বৃক্ষ নাম করণ করেছিলেন।

## অর্হত্ব ভিক্ষুশালা

কোশল রাজ্যের রাজা প্রসেনজিৎ কর্তৃক নির্মিত পাঁচশত অর্হত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষু অবস্থানের জন্য সুবিশাল এবং সুরম্য বিহার নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে মাটি খনন করে ইহার ভগ্নাবস্থা স্তম্ভ লক্ষ্য করা যায়।

## মঙ্গল পুষ্করিনী

তথাগত ভগবান বুদ্ধ ও পাঁচশত অর্হত্ব ভিক্ষুদের স্নানের জন্য এই পুষ্করিনী কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কর্তৃক নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে মাটি খনন করে পুষ্পরিনীটি আবিষ্কার করা হয়েছে এবং পুনঃ সংস্কার করে বর্তমানে দেশ বিদেশের অসংখ্য তীর্থ যাত্রী এই পবিত্র পুষ্পরিনীর জলে হাত মুখ ধুঁইয়ে পূণ্যের অংশীদার হয়ে তৃপ্তি লাভ করেন।

## শ্রাবস্তীর যাতায়াত ব্যবস্থা

রৈলপথে:- গোরখপুর থেকে বলরামপুর স্টেশনে নামতে হবে। বলরামপুর থেকে শ্রাবস্তী ২১ কিঃ মিঃ এবং নিয়মিত বাস চলাচল করে। প্রাইভেট গাড়ীও পাওয়া যায়। সারনাথ থেকে কুশীনগর হয়েও বাস পরিবহন যোগে শ্রাবস্তী যাওয়া যায়।

## বাসস্থান

মহাবোধি সোসাইটি মন্দিরের অতিথিশালা, বার্মিজ মন্দির, চাইনিজ মন্দির এবং আরও অনেক বুদ্ধ রাষ্ট্রের মন্দিরের আওতায় অতিথি শালায় থাকার সুবন্দোবস্ত আছে।

পবিত্র পূণ্যময় শ্রাবস্তী ত্যাগের পূর্বক্ষণে শ্রদ্ধাবনত চিন্তে বুদ্ধের প্রতি পদক্ষেপকে স্মরণ করে এবার এগিয়ে চলুন তথাগত ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান এবং মহাপূণ্যস্থান লুম্বিনী।

২৬ নভেম্বর/০২ মঙ্গলবার ভোর রাত ৪.১০টায় ত্রিভুজের প্রতি বন্দনা করে শুভ যাত্রা আরম্ভ করে সকাল ৭.৩০ টায় ভারত ও নেপাল সীমান্ত কাকারওয়া নামক স্থানে পৌছি। শ্রাবস্তী থেকে কাকারওয়া অর্থাৎ নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত ৯০ কিঃমিঃ এবং কাকারওয়া থেকে লুম্বিনী ১০ কিঃমিঃ। উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী পুলিশের বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে পবিত্র তীর্থস্থান লুম্বিনী দর্শনে সুযোগ লাভ করি এবং প্রাইভেট টেক্সী যোগে লুম্বিনী দর্শন করি।

## লুম্বিনী (নেপাল)

ভূমিকাঃ- বিশ্বের ইতিহাসে তিনটি খ্রীষ্টানদের পূণ্যস্থান ব্যাথেলহেম, মুসলমানদের মক্কা এবং বৌদ্ধদের মহা পূণ্যস্থান লুম্বিনী। কাজেই বৌদ্ধদের অন্যান্য তীর্থস্থানের মধ্যে লুম্বিনী অন্যতম। কেননা তথাগত ভগবান বুদ্ধ সিদ্ধার্থ গৌতম এই লুম্বিনী উদ্যানে জন্ম গ্রহণ করেন। হিমালয় পর্বতের পাদদেশের অবস্থিত কপিলাবস্ত্র। এই কপিলাবস্ত্রের পরম ঐশ্বর্যশালী ও ধার্মিক রাজা ছিলেন শুদ্ধোধন। রাজা শুদ্ধোধন প্রধান সহধর্মিনী মায়াদেবী ছিলেন অতি দয়ালু ও নিষ্ঠাবতী। কিন্তু কোন পুত্র সন্তান না থাকায় রাজা-রানীর মনে গভীর দুঃখ সর্বদা বিরাজ করত। রাজা-রানীর পূর্বজন্মের পূণ্যকর্মের ফলে ব্রহ্মার নির্দেশে মায়াদেবীর গর্ভ সঞ্চারণের ফলে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। সিদ্ধার্থের জন্মের সময় এই স্থানে শালবন ছিল। বর্তমানে এইটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। রানী-মহামায়া কপিলাবস্ত্র থেকে দেবদহ নগর পিত্রালয়ে যাওয়ার পথে লুম্বিনী উদ্যানে মহা মানব সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। সম্রাট অশোক সিদ্ধার্থের এই পবিত্রময় জন্মস্থান চিহ্নিত করে ঐ স্থানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন। স্তম্ভের চারিদিক লোহার রিলিং দিয়ে ঘেরা। সিদ্ধার্থের গর্ভদান স্তম্ভের উত্তর-পূর্ব দিকে যে স্তম্ভটি আছে সে স্থানে অসিত ঋষি এসে রাজ কুমার সিদ্ধার্থ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেন। লুম্বিনী দক্ষিণ দিকের ফটকের স্তম্ভটি রাজ কুমার সিদ্ধার্থ তাঁর অন্যান্য শাক্যকুমারের সাথে শিল্প প্রতিযোগীতা থেকে ফেরার পথে দেবদত্ত কর্তৃক মারা হাতিটি দেখেন এবং মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা দূরীকরণে মৃত হাতিটি তুলে সজোরে ছুঁয়ে ফেলে দিলেন। হাতিটি সজোরে পড়ার ফলে সে স্থানে একটি গভীর ও বড় খাত সৃষ্টি হয়। তখনকার লোকেরা ঐ স্থানটি “হাতিখাত” বলতেন স্থানটি চিহ্নিত করে সম্রাট অশোক ঐ স্থানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। এই স্তম্ভের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি বিহারের স্তম্ভে উঁচু

লাফ দেওয়া সাদা ঘোড়ার পিঠে বসা কুমার সিদ্ধার্থের মূর্তি। শহরের চার ফটকের বাহিরে চারটি বিহার আছে এবং প্রত্যেকটি বিহারের যথাক্রমে একজন জরাগ্রস্থ, একজন ব্যাধিগ্রস্থ, একজন মৃত ব্যক্তি ও একজন সন্ন্যাসীর মূর্তি আছে। শহরের আধা মাইল দণি দিকে একটি স্তূপ আছে। সে স্থানে বুদ্ধত্ব লাভ করার পর তথাগত ভগবান বুদ্ধ সর্ব প্রথম জন্ম স্থানে এসে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ধর্ম দেশনা করেন। লুম্বিনী উদ্যানে বোধিসত্ত্ব জন্মস্থান চিহ্নিত করার জন্য সম্রাট অশোক যে স্তম্ভটি নির্মাণ করেন- স্তম্ভের মস্তকে একটি অশ্বশির স্থাপিত ছিল। এই স্তম্ভের পূর্বদিকে দুটি স্বচ্ছ স্রোতের ঝরণা রয়েছে। বোধিসত্ত্ব যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন নব জাতকের জন্য জলের খোঁজে পরিচালিকাগণ এদিক সেদিক ঘুরাফেরা করছে তখন রানীর পাশে দুটি নাগ মাটি ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দুটি ছিদ্র দিয়ে স্বচ্ছ জলের প্রস্রবন সৃষ্টি হয়েছি। ইহার একটিতে ঠান্ডা এবং অপরটিতে উষ্ণ জলের প্রস্রবন সৃষ্টি হয়েছিল। এই স্বচ্ছ জলের প্রস্রবনে নাগ দুটি নব জাতককে স্নান করিয়েছিলেন। এই প্রস্রবনের দক্ষিণ দিকে একটি স্তূপ আছে। এখানে দেবরাজ ইন্দ্র ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে সদ্ধার্থকে কোলে নিয়ে স্বর্গের পোষাক পড়িয়ে দিয়েছিলেন।

লুম্বিনী উদ্যানে ঢুকতেই একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের পাথরের ফলকে মায়াদেবী বাম হাতে শাল গাছের ডাল ধরে আছেন। পাশে আরও একজন মহিলা। মহিলাটি সম্ভবত মহা প্রজাপতি গৌতমী। সামনে একটি পদ্মের উপর নবজাতক সিদ্ধার্থ দাঁড়ানো অবস্থায় আছে। আর অন্য পাশে দেবগণ হাত জোড় করে বসে আছেন।

## যাতায়াত ব্যবস্থা

হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে গোরক্ষপুর। গোরক্ষপুর থেকে বাসে সীমান্ত এলাকা সোনেউলী। সোনেউলী সীমান্ত পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে রিক্সা অথবা বাসে ৩ কিঃ মিঃ দূরে ভৈরোয়া। ভৈরোয়া থেকে লুম্বিনী ২২ কিঃ মিঃ অহরহ বাস চলাচল করে। তাছাড়া গোরক্ষপুর থেকে শাখা লাইনে ট্রেন যোগে নওগড় স্টেশনে নামতে হবে। নওগড় থেকে বাসে ২৬ কিঃ মিঃ দূরে সীমান্ত এলাকা কাকারওয়া সীমান্ত থেকে লুম্বিনী ১০ কিঃ মিঃ টেক্সি ভাড়া করে যাওয়া যায়। লুম্বিনীতে থাকার তেমন কোন সু-ব্যবস্থা নেই।

এবার মহাতীর্থ স্থান তথাগত ভগবান বুদ্ধের জন্ম ভূমি লুম্বিনীর প্রতি শ্রদ্ধাচিন্তে বন্দনা করে ফিরে চলুন অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান কুশীনারা, ভগবান বুদ্ধের মহাপরি নির্বাণ প্রাপ্ত স্থানে।

২৬ নভেম্বর/০২ মঙ্গলবার লুম্বিনী দর্শনের পর ফিরে এসে নেপাল ভারত সীমান্ত স্থান কাকারওয়া স্থানে দুপুরের খাওয়ার পর দুপুর ২.০০ টায় ত্রিভুৱার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সন্ধ্যা ৭.০০ টায় কুশীনারা পৌছি। নেপাল ভারত সীমান্ত কাকারওয়া থেকে কুশীনারার দূরত্ব ১৯৬ কিঃ মিঃ। এখানে শেঠ যুগল কিশোর বিড়লা মন্দিরের অতিথি শালায় ২৮ নভেম্বর/০২ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অবস্থান করে বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করি।

## কুশীনারা (উত্তর প্রদেশ)

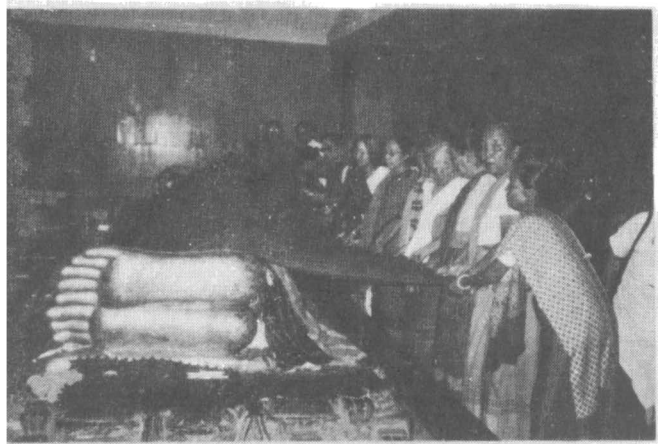
ভূমিকাঃ কুশীনারা প্রাচীন নাম ছিল কুশীনগর। তৎকালে আটটি রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত রাজ্যের নাম মল্লরাজ্য এই মল্লরাজ্যের রাজধানী ছিল কুশীনগর। ইহা হিরন্যাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে ইহার নাম কুশীনারা নামে পরিচিত। এখানে তথাগত ভগবান বুদ্ধ গুত বৈশাখী পূর্ণিমা

তিথিতে মহা পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। (খৃষ্ট পূর্ব- ৪৮৬ সাল) এক সময় তথাগত ভগবান বুদ্ধ আনন্দ সহ কয়েকজন শিষ্য নিয়ে কুশীনারা যাওয়ার পথে পাপা নগরের বিখ্যাত ধনপতির পুত্র চূন্দের গৃহে শিষ্যবর্গসহ ভিক্ষা প্রার্থী হন। চূন্দের বহুদিনের প্রত্যাশা আজ অপ্রত্যাশিতভাবে স্বশিষ্যে স্বয়ং বুদ্ধ উপস্থিত হয়ে খুশীতে চূন্দ আত্মহারা। আরো দুর্লভ সৌভাগ্য হলো সেদিন আহাৰ্য সামগ্রীর মধ্যে অতি প্রিয় খাদ্য রান্না হয়েছে শুকরমর্দব (এক প্রকার ওল বিশেষ)। সেদিন শ্রদ্ধা চিন্তে পর্যাণ্ড পরিমাণে শুকর মর্দবসহ অনু পরিবেশন করতে পেরে চূন্দের সেই দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা সার্থক হলো। চূন্দ গৃহে এই আহাৰ্য গ্রহণের পর পথের ধারে একটি নির্জন স্থানে তথাগত বুদ্ধ তাঁর শিষ্যসহ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ পর পশ্চিমধ্যে সুগত বুদ্ধ ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ দেহে আনন্দের কাঁদে ভর দিয়ে চলতে লাগলেন এইভাবে চলতে চলতে হিরণ্যবতী নদীর তীরে উপনিত হলে আনন্দকে বললেন একটু পানি দাও। বড়ই তৃষ্ণা পেয়েছে। হিরণ্যবতী নদীর পানি ঘোলা ছিল। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার, মুহূর্তের মধ্যে ঘোলাপানি কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে নদীর স্রোত স্থির হয়ে গেল। আনন্দ ঠিক সেই মুহূর্তে জল এনে সুগত বুদ্ধকে পান করাইলেন। নদীর তীরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পরে হিরণ্যবতী নদী পার হয়ে কুশীনারা মল্ল রাজ্যের শাল বাগানে উপনিত হলেন। দিনটি প্রায় শেষ অবস্থায়, দেহও চলশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এমন সময় সুভদ্র নামক এক ব্রাহ্মণ পুত্র উপস্থিত হয়ে সদ্ধর্ম দীক্ষা প্রার্থনা পূর্বক তাঁকে উপসম্পদা ও ধর্ম দেশনা দিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে সুগত বুদ্ধ বললেন- ওহে ভিক্ষু সুভদ্র, পরিনির্বাণের পূর্ব মুহূর্তে সর্বশেষ শিষ্যরূপে তোমাকে উপসম্পদা দান করলাম। এর পর আনন্দকে উদ্দেশ্য করে সুগত বুদ্ধ বললেন, হে আনন্দ ঐ দু'টি অর্থ্যাৎ যমজ শালবৃক্ষের নীচে মাটির উপর একটি নতুন চীবর দিয়ে আমার শয্যা তৈরী করে দাও। তিনি আবারও বললেন- ওহে আনন্দ আজ থেকে আশি বর্ষ পূর্বে



উদ্যানে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইয়েছিলাম শুনেছি, আজও । পূর্ণিমা তিথি । আজ এই তিথিতে শাল বৃক্ষতলে লাভ হউক আমার গাঁণ । যুগ্ম শালবৃক্ষতলে বিছানার উপর উত্তর দিকে শির স্থাপন করে গয়্যায় শায়িত হলেন সুগত বুদ্ধ । দেহ নির্জীব । কিন্তু মুখ মন্ডল সেই প্রশান্ত জ্যোতি । এ সময় আনন্দের বাকশক্তি রুদ্ধ । অধোবদনে রত । সুগত বুদ্ধ বললেন, হে আনন্দ ক্রন্দন সংবরণ করো । স্মরণ করো পঞ্চসত্য জীব প্রিয় বিচ্ছেদ ধর্মী । হে আনন্দ, আমার আজকের গাতা চন্দ যেন কোন মানসিক আঘাতে বিচলিত না হয় । তাকে বলো জীবনে দু'টি ভিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ । বোধিজ্ঞান লাভের দিনে ভগিনী সুজাতার গান এবং মহা পরিনির্বানের দিনে চূন্দের ভিক্ষাদান । এই বলে সুগত বুদ্ধ রিনির্বাণ লাভ করেন ।

ত্র তীর্থস্থান কুশীনারায় উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানের নাম এবং ইহার গুরুত্ব ঐ সংক্ষিপ্ত ভাবে বিশ্লেষণ করা গেল যেন ধর্মপ্রাণ তীর্থ যাত্রীদের সহায়ক



সমন্বিত চাঁদা সংগ্রহ করে নির্মিত চীবর পরিধান করা হচ্ছে ।

পড়ে আছে। স্থানীয় লোকেরা বহু পুরাতন কাল থেকে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের থেকে জানতে পারেন- এটিই দেবদত্ত অবীচি নরকে প্রবেশদ্বার।

মহাপবিত্রময় ও পূন্যময় তীর্থস্থান কুলীনারা দর্শন শেষ করে পরিনির্বাণিত বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবার এগিয়ে চলুন অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান বৈশালী, নালন্দা হয়ে রাজগীর এর অভিমুখে। তার আগে কুশীনারা যাতায়াত ও বাসস্থান সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশনা দেওয়া গেল।

### যাতায়াত

ট্রেন হাওড়া থেকে গোরখপুর নেমে সেখান থেকে ৫২ কিঃ মিঃ বাস পরিবহন যোগে কুশীনারা। সারনাথ থেকে ও বাসের ব্যবস্থা আছে এবং প্রাইভেট গাড়ীও ভাড়া পাওয়া যায়।

### বাসস্থান

বিড়লা মন্দিরের অতিথি শালা, বার্মিজ মন্দিরের অতিথি শালা, তিব্বতী মন্দিরের অতিথি শালা ইত্যাদি।

২৮ নভেম্বর/০২ বৃহস্পতিবার ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত শায়িত মূর্তিকে বন্দনা করে এবং তার পবিত্র পদধূলি মাথায় নিয়ে রাতের খাবারের পর রাত ৯.৩০ টায় ত্রিপুরার প্রতি বন্দনা করে পবিত্র তীর্থস্থান ত্যাগ করে সারারাত চলার পর ২৯ নভেম্বর/০২ শুক্রবার ভোর রাত ৪.৩০ টায় বৈশালী দীঘির পাড় পৌছি। কুশীনারা থেকে বৈশালী দূরত্ব ২৪৫ কিঃ মিঃ।

### বৈশালী (বিহার প্রদেশ)

ভূমিকাঃ বৈশালী এক সময় অতি সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। কালের গতিতে বিস্তৃত সম্পদে সমৃদ্ধ বৈশালীতে অনাবৃষ্টি দেখা দিল। অনাবৃষ্টির ফলে খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদি শুকিয়ে পানির অভাবে পশু পাখি, জীব জন্তুর ইত্যাদি মরে যেতে লাগল। এমনকি অনাবৃষ্টির ফলে চাষ বন্ধ হয়ে রাজ্যময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দুর্ভিক্ষের ফলে দরিদ্র মানুষেরা অনাহারে মৃত্যু বরণ করতে লাগল। কালক্রমে

মহানগরে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী মরে যাচ্ছিল। সেই মৃতদেহ সংকার  
করা মৃত দুগ্ধহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মৃতদেহের ভীষণ দুর্গন্ধে  
অমণ্ডলগণ নগরে আশ্রয় নিল। মহামারী দেখা দিল। মহামারী দুভিক্ষ ও  
অমণ্ডল উপদ্রব। এই ত্রিবিধ ভয়ে বৈশালী বাসী একদিন রাজার নিকট উপস্থিত  
হল। তাদের দুগ্ধের কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং বললেন- ইতিপূর্বে পরপর  
রাজার রাজত্ব কালেও এরূপ ভয়াবহ দুর্দশা দেখা যায় নাই। আমাদের  
মরণ হয়- ইহা রাজার অধার্মিকতার দ্বারাই দুরাবস্থার কারণ। তথাগত ভগবান  
প্রজ্ঞাপন্ন হবার জন্য সকলেই রাজার নিকট আবেদন করেন। প্রজাদের  
আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজা তথাগত ভগবান বুদ্ধকে মহা সমারোহে আনয়নের  
আজ্ঞা করলেন। সে সময় তথাগত ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন।  
বুদ্ধ যখন বৈশালী নগর সীমানায় পর্দাপন করেন তখন আকাশ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন  
হল। বারিবার্ষন আরম্ভ হল। বর্ষনের ফলে জলপ্লাবন হয়ে পঁচা মৃত দেহ ভেসে  
গেল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। সেই পঁচা দুর্গন্ধ আর নেই। মাঠ ঘাট  
পুকুর সব স্বচ্ছ পানিতে ভরপুর। বুদ্ধ যখন বৈশালীতে উপস্থিত তখন  
দেশরাজ ইন্দ্র ছদ্মবেশ ধারণ করে তথায় উপনীত হলেন। মহা প্রভাবশালী  
বুদ্ধের প্রভাবে প্রেত, পিশাচ, অমনুষ্যগণ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তথাগত  
ভগবান বুদ্ধ রত্নসূত্র দেশনা করে রাজ্যময় সূত্রের পানি ছিটিয়ে দেওয়া হয়।  
মহা পবিত্র রত্ন সূত্রের প্রভাবে বৈশালী বাসীর ত্রিবিধ ভয় যেমন- মহামারী,  
দুর্ভিক্ষ ও অমনুষ্যগণ অন্তর্হিত হয়ে বৈশালীতে আবার শান্তি ফিরে এল।  
তথাগত ভগবান বুদ্ধের ও তাঁর পবিত্র ধর্ম শাসন ও ধর্মনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে  
বৈশালীগণ বুদ্ধের শরনাপন্ন হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।

বৈশালী নগরে আম্রপালি ছিলেন একজন সুন্দর রূপবতী সর্বগুণে  
সম্পূর্ণ যেমন নৃত্যগীত, বাদ্য, অংকন ইত্যাদি শাস্ত্রে পারদর্শী। কিন্তু তিনি  
ছিলেন গণিকা এবং সামাজিক মর্যাদা ছিল নীচে। একদিন আম্রপালি জানতে

পারলেন তথাগত ভগবান বুদ্ধ মহা বনে কুটাগার শালায় বিশ্রাম করছিলেন। এবং ইহাও জানতে পারলেন দিনের তৃতীয় প্রহরে নগরের উপকণ্ঠে আম্রপালি আম বাগানে ধর্ম দেশনা করবেন। তার আগে একদিন আম্রপালি বুদ্ধ কে দর্শন করতে কুটাগার শালায় যান এবং নিজ গৃহে আহার গ্রহণের নিমন্ত্রণ করেন। তথাগত ভগবান বুদ্ধ আম্রপালির সম্পর্কে সব জেনেও তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এ সংবাদ জানতে পেয়ে লিচ্ছবী বা ক্ষত্রিয় কুমারগণ এ সংবাদ পেয়ে আম্রপালি নিমন্ত্রণ ফেরত দেওয়ার জন্য ভগবান বুদ্ধের নিকট অনুরোধ করেন। তখন বুদ্ধ বললেন, ধনী-গরীব, উচু-নীচু, ইতর-প্রাণী সকলেই বুদ্ধের নিকট সমান। আম্রপালি মহা সমারোহে তথাগত ভগবান বুদ্ধ এবং তার ভিক্ষু সংঘকে নিজ গৃহে নিয়ে নিজ হাতে আহারের পরিবেশন করালেন। আহার শেষে তথাগত ভগবান বুদ্ধ আম্রপালীকে তার পূর্ব জন্মের কথা, কৃতকর্মের ফল ভোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং সদ্ধর্মের দীক্ষা দিয়ে বুদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হলেন। এরপর আম্রপালী তার সম্বিত সমস্ত ধন, সম্পত্তি তথাগত ভগবান বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে দান করে নিজে ভিক্ষুণী হয়ে অর্হত্ব ফল লাভ করেন।

বৈশালীতে আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তৎকালীন তথাগত ভগবান বুদ্ধ বৈশালীতে অবস্থান কালে ভাদ্র পূর্ণিমা তিথিতে কয়েকটি বানর বুদ্ধকে মধু দান করেছিল। সেই কারণে ভাদ্র পূর্ণিমাকে মধু পূর্ণিমা ও বলা চলে। এখানে আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় অতিব স্মরণীয় তথাগত ভগবান বুদ্ধ আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তার মহা পরিনির্বাণের ঘোষণা করেছিলেন। বৈশালীতে অন্যতম তীর্থস্থানের মধ্যে মর্কট হ্রদ, শান্তি স্তূপ, কুটাগার শালায় ইত্যাদি সম্পর্কে নিম্নে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে বিশ্লেষণ করা হইল।

### মর্কট হ্রদ

প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে গ্রীষ্মের সময় তথাগত

জাপানী বুদ্ধের পানীয় জলের দূরাবস্থা দূরীকরণের জন্য বানর কুল এক রাতে  
জাপানী বুদ্ধের পানীয় জলের দূরাবস্থা দূরীকরণের জন্য বানর কুল এক রাতে  
জাপানী বুদ্ধের পানীয় জলের দূরাবস্থা দূরীকরণের জন্য বানর কুল এক রাতে  
জাপানী বুদ্ধের পানীয় জলের দূরাবস্থা দূরীকরণের জন্য বানর কুল এক রাতে

## শান্তি স্থপ

জাপানী বুদ্ধের পশ্চিম দিকে এই মনোরম শান্তি স্থপ জাপানী বৌদ্ধ সংস্থা  
জাপানী বুদ্ধের পশ্চিম দিকে এই মনোরম শান্তি স্থপ জাপানী বৌদ্ধ সংস্থা  
জাপানী বুদ্ধের পশ্চিম দিকে এই মনোরম শান্তি স্থপ জাপানী বৌদ্ধ সংস্থা  
জাপানী বুদ্ধের পশ্চিম দিকে এই মনোরম শান্তি স্থপ জাপানী বৌদ্ধ সংস্থা

## কুটাগার শালা

তথাগত ভগবান বুদ্ধের ধর্মের শাসন ও নীতির প্রভাবে বৈশালী বাসীগণ  
তথাগত ভগবান বুদ্ধের ধর্মের শাসন ও নীতির প্রভাবে বৈশালী বাসীগণ  
তথাগত ভগবান বুদ্ধের ধর্মের শাসন ও নীতির প্রভাবে বৈশালী বাসীগণ  
তথাগত ভগবান বুদ্ধের ধর্মের শাসন ও নীতির প্রভাবে বৈশালী বাসীগণ

- ১। সর্বদা সম্মিলিত ভাবে থাকা, যতদিন সম্মিলিত ভাবে থাকবে ততদিন  
শ্রীবুদ্ধি ব্যতীত অবনতি হবে না।
- ২। যতদিন সভা সমিতিতে একত্রিত থাকবে ততদিন শ্রীবুদ্ধি ছাড়া অবনতি  
হবে না।
- ৩। পূর্বে প্রচলিত সুনীতি গুলো যতদিন লংঘন করবেনা ততদিন শ্রীবুদ্ধি ছাড়া  
অবনতি হবে না।
- ৪। বুদ্ধদের যতদিন মান্য করবে, শ্রদ্ধা করবে, গৌরব করবে, পূজা করবে,  
তাদের হিতোপদেশ মেনে চলবে ততদিন শ্রীবুদ্ধি ছাড়া অবনতি হবে না।

- ৫। যতদিন কুলবধু, কুল কুমারী ও মাতৃজাতির অসম্মান করবেন। ততদিন শ্রী বৃদ্ধি ছাড়া অবনতি হবেনা।
- ৬। যতদিন নগরে ভিতরে ও বাহিরের চৈত্য সমূহ পরিচর্যা, নির্মাণ ও পূজা করিবে ততদিন শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া অবনতি হবেনা।
- ৭। যতদিন অর্হত্বদের প্রতি সেবা করিবে, পূজা করিবে, সম্মান করিবে ততদিন শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া অবনতি হবে না।

এই কুটাগার শালার আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো আনন্দ স্থবিরের ঐকান্তিক অনুরোধে তথাগত ভগবান বুদ্ধ নারীদের ভিক্ষুণী হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং মাতৃসমা ও বিমাতা মহা প্রজাপতি, আম্রপালী সহ পাঁচ শত শাক্যরমণী ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন।

রাজগীর চলার পথে পবিত্র তীর্থস্থান বৈশালী দর্শন করে ঐ একই দিন অর্থাৎ ২৯ নভেম্বর/০২ শুক্রবার দুপুরের খাওয়ার পর বেলা ১১.০০ টায় ত্রিপুরার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে যাত্রা শুরু করে বিকাল ৩.০০ টায় নালন্দা পৌছি। বৈশালী থেকে নালন্দা দূরত্ব ১২০ কিঃ মিঃ। বৈশালী থেকে নালন্দা যাওয়ার পথে গঙ্গানদীর উপর পাটনা সেতু অতিক্রম করতে ১৫ মিনিট সময় লেগেছিল। সেতুটি ১০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ছিল।

## নালন্দা (বিহার প্রদেশ)

ভূমিকাঃ- নালন্দা নামকরণ প্রসঙ্গে “নাল” শব্দের অর্থ পদ্ম। পদ্ম থেকেই নামের সম্পর্ক। প্রাচীন কালে এখানে অনেক পদ্ম পুকুর ছিল। এখনো পর্যন্ত কয়েকটি বড় বড় পুকুর বা পুষ্করিণী লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে স্থানটির নাম নালন্দা নামে খ্যাত। তথাগত ভগবান বুদ্ধ তৎকালীন বুদ্ধ গয়া থেকে কপিলাবস্ত্র যাওয়ার পথে তাঁর শিষ্যবর্গসহ নালন্দা একটি আম বাগানে বিশ্রাম নিতেন। এই আম বাগানটি পাবারিক এর ছিল। ভগবান বুদ্ধ এই আম বাগানে

নালন্দা তীর্থ শিষ্যদেরকে ধর্ম দেশনা ও ধর্মনীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর ধর্ম দেশনা ও ধর্মনীতি শিক্ষার প্রভাবে গুপ্তযুগের রাজা কুমার গুপ্ত আম্রকুণ্ডের নন্দাশ্রমে একটি বৃহৎ বিহার নির্মাণ করে তথাগত বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘকে দান করেন। এইভাবে নালন্দায় ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত যথেষ্ট খ্যাতি সারা বিশ্বে জাগ্রত ছিল। শ্রীশ্রী পণ্ডিত পদ্ম সঙ্ঘ, মহাবীর নাগার্জন দিগ্‌নাগ, ধর্মপাল শীলভদ্র ধর্ম কীর্তি, শাস্ত্রাচার্য ও কমলশীল প্রমুখ নালন্দা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বুদ্ধ শিষ্য সারিপুত্র নালন্দায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং নালন্দাতেই নির্বাণ লাভ করেন। খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোক সারিপুত্রের জন্ম স্থানে একটি স্তূপ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। নালন্দায় পূর্ববর্মন নামে এক বিত্তশালী ও ধার্মিক লোক ছিল। তিনি একটি ছয়তলা বিশিষ্ট বিরাট বিহার নির্মাণ করে ভিক্ষু সংঘকে দান করেন। বিহারের অভ্যন্তরে ৪০ ফুট উচু একটি বুদ্ধ মূর্তি ছিল। বার শতকের শেষের দিকে মুসলমান সম্রাট বখতিয়ার খিলজীর আক্রমণে নালন্দা সম্পূর্ণরূপে ভস্মিভূত হয়েছিল। প্রাচীন নালন্দা মহাবিহার, মহাবিদ্যালয়, বৌদ্ধ চৈত্য, ছাত্রাবাস ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ লাল ইটের তৈরী সৌধ গুলো এখনো দেখার মত। ধ্বংসাবশেষ একটি বৌদ্ধ মন্দিরে এখনো একটি বৌদ্ধ মূর্তি ভগ্নাবস্থায় আছে। তথাগত ভগবান বুদ্ধের শিষ্য মহামোদগল্যায়নের জন্ম ও এই নালন্দায়।

সুরমপুর বরগাঁও এর সূর্য মন্দির ও বিখ্যাত পবিত্র পদ্মসরোবর একেবারে কাছাকাছি। সেই পবিত্র সরোবরে, সেখানে ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যবর্গ স্নান ও জন পানীয় হিসাবে ব্যবহার করতেন। তথাগত ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত নালন্দার এই পবিত্র সরোবরের জল পান করে আপনিও মনের মলিনতা দূর করুন। রাজগীর চলার পথে পবিত্র তীর্থস্থান বৈশালীর পর নালন্দা দর্শন শেষে ২৯ নভেম্বর/০২ শুক্রবার ঐ একই দিনে নালন্দা থেকে

বিকাল ৪.০০ টায় যাত্রা করে বিকাল ৪.৩০ টায় অন্যমত তীর্থস্থান রাজগীর পৌছি এবং তথায় ৩০ নভেম্বর/০২ ও ১ ডিসেম্বর/০২ যথাক্রমে শনি ও রবিবার অবস্থান করি। বৈশালী থেকে নালন্দার দূরত্ব ১২০ কিঃ মিঃ নালন্দা থেকে রাজগীর দূরত্ব ১২ কিঃ মিঃ।

### বৈশালী যাতায়াত

বৈশালীতে কোন রেলপথ পড়েনা। কোলকাতার হাওড়া থেকে মিথিলা এক্স গোরখপুর নেমে গোরখপুর থেকে মজঃফরপুর নামতে হবে। এবং মজঃফরপুর থেকে ৩৭ কিঃ মিঃ বাসে বৈশালী যাওয়া যায়।

### নালন্দার যাতায়াত

বৈশালী থেকে বাসে এবং রাজগীর থেকে বাসে করে নালন্দা যাওয়া যায়। আবার গয়া, পাটনা থেকেও বাসে করে নালন্দা যাওয়া যায়।

কোলকাতা থেকে রাজগীর সরাসরি ট্রেন নেই। তবে হাওড়া থেকে দানাপুর এক্সঃ যোগে বখতিয়ারপুর নামতে হবে এবং বখতিয়ারপুর থেকে রাজগীর ট্রেন আছে। রাজগীর গেলে নালন্দায় বাসে যাওয়া যায়।

### রাজগীর (বিহার প্রদেশ)

ভূমিকাঃ সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগের পর কাষায় বস্ত্র পরিধান করে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে অনুপ্রিয় নামে একটি আম বাগানে সাতদিন অবস্থান করেছিলেন। এর পর বৈশালী এবং পরে রাজগীর আসেন। তিনি ধনী, গরীব, উঁচু-নীচু ভেদাভেদ না করে সকলের কাছ থেকে পিণ্ডচরণ করতে থাকেন। এই সংবাদ শুনে মগদরাজ বিম্বিসার অমাত্যদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, সন্যাসী যদি অমনুষ্য হন তবে নগরের বাহিরে চলে যাবেন। যদি নাগদেবতা হন তবে মৃত্তিকা ভেদ করে পাতাল পুরী যাবেন। আর যদি মনুষ্য হন তবে তিনি উচ্চাসনে স্থির হয়ে বসে আহার্য ভোজন করবেন। অমাত্যগণ দূর হতে লক্ষ্য



সন্যাসী একটি মৃত্তিকার উঁচু টিবির উপর স্থিরভাবে বসে আহাৰ্য্য  
করছেন। এই সংবাদ অমাত্যগণ রাজাকে অবহিত করেন। রাজা  
পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সন্যাসীর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে সৌম্য  
গাণ্ধীৰ্যপূৰ্ণ ব্যক্তিতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। হে সন্যাসী আমি খুবই খুশী  
। তোমার পিতা শুদ্ধোধন আমার পরম বন্ধু ছিল। হে স্ম্যমীন বুদ্ধত্ব  
পর আমি তোমার পবিত্র ধর্মের অনুগামী হওয়ার অপেক্ষায় থাকবো।  
অনুগ্রহ করে একবার রাজগীর আগমন করবেন। হে-রাজন কথা দিলাম  
এলে সিদ্ধার্থ গৌতম তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলেন।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর রাজগীর  
আগমন করেছিলেন। সর্ব প্রথম তথাগত ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘ সহ রাজা  
বিম্বিসারকে দর্শন করতে বেণু কুঞ্জে এসে ধর্ম দেশনা করতে লাগলেন। রাজা  
বিম্বিসার অমাত্যগণসহ বুদ্ধ সমীপে উপস্থিত হয়ে সশ্রদ্ধা চিন্তে প্রনতি জানিয়ে  
উপবেশন করলেন এবং বুদ্ধের অমৃতময় ধর্ম বাণী শ্রবণ করে বৌদ্ধ ধর্মের  
দীক্ষা গ্রহণের প্রার্থনা করলেন। রাজা বিম্বিসার সহ সকল রাজপরিবারবর্গ  
দাস-দাসী ও অমাত্যবর্গসহ অষ্টশীল গ্রহণ করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হলেন।  
রাজা বিম্বিসার তাঁর প্রমোদ উদ্যানে অর্থাৎ বেণুবনে একটি বিশাল আয়তনের  
মনোরম বিহার নির্মাণ করে তথাগত ভগবান বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘকে দান  
করেছিলেন। বেণুবন বিহারটি জল ঢেলে উৎসর্গ করার সময় মহা পৃথিবী  
একবার কেঁপে উঠেছিল।

রাজগীর এর উল্লেখযোগ্য তীর্থ স্থানের মধ্যে আদিষ্টপ, বেণুবন বিহার,  
সোনাভান্ডার, বিম্বিসারের কারাগার, গৃধ্রকুট পর্বত, জীবকের আম্রকুঞ্জ,  
বিশ্বশান্তি স্থপ, সপ্তপর্নী গুহা ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে ব্যাখ্যা  
করা গেল।

### আদিষ্টপ

বর্তমানে জাপানী বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে যে স্থপটি আছে তাহল বিম্বিসার

রাজার পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক নির্মিত মহা-পরিনির্বাণ স্তূপ। ইহা আদি স্তূপ নামে খ্যাত। এই স্তূপটিতে তথাগত ভগবান বুদ্ধের পুতাস্থি রক্ষিত আছে। এই স্তূপের নিকট আরো একটি স্তূপ রয়েছে তাতে আনন্দ শ্ববিরের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে।

### বেণুবন বিহার

বিম্বিসার রাজার বিশাল আয়তনের প্রমোদ উদ্যান। এই উদ্যানে আমোদ প্রমোদের জন্য সর্ব প্রকারের ব্যবস্থা ছিল। যেমন- জলক্রীড়ার জন্য বিরাট সরোবর। সরোবরে সব সময় পদ্মফুল ফুটে থাকত। সরোবরের চারিদিকে বাঁশবন, বায়ু প্রবাহের ফলে বাঁশের ঘর্ষণ শব্দে যে সুর লহরি সৃষ্টি হতো সেই সুরে সকলেই মোহিত হতেন। সেই কারণে রাজা বিম্বিসার এই উদ্যানের নাম দিয়েছিলেন বেনুবন উদ্যান। রাজা বিম্বিসার এই উদ্যানের উপর একটি বিশাল আয়তনের সুরম্য বিহার নির্মাণ করে তথাগত বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলেন। তথাগত ভগবান বুদ্ধ এই বেণুবন বিহারে তাঁর ধর্মদেশনায় বলেছিলেন “যে কাজ করলে অনুতাপ করতে হয়না এবং কাজ করলে তার ফল পেলে আনন্দিত মনে ও সম্ভ্রষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারে তাহাই উত্তম মঙ্গল।” প্রাচীন সেই বেণুবন বিহারের স্থাপত্য যদিও ধ্বংসাবশেষ প্রায় তবুও কিছু জাপানী বৌদ্ধ সংস্থা নতুনভাবে মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার করে সেই প্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রাখছেন।

### মনিয়ার মঠ

রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে একটি স্তূপ দেখা যায়। প্রাচীন কালে এই স্থানে নাগদেবতা মনিরাগ ও স্বম্বিকরাগ থাকতো। তখন সে স্থানে একটি স্তূপ নির্মাণ করে সেই নাগ, নাগীদের পূজা করতো। নাগ নাগীতি মূর্তি এই স্তূপে সংরক্ষিত আছে।

### সোনাভান্ডার

মনিয়ার মঠ থেকে প্রায় ১ কিঃ মিঃ পশ্চিমে বিম্বিসার রাজার সোনাভান্ডার

৩৭। ৭। ৩ স্থানে বিম্বিসার রাজা খাজাঞ্চিখানা ছিল। বর্তমানে দ্বিতলটি প্রায় ৩৭। ৭। ৩, তবে সিঁড়িটি এখনো ভগ্নাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

## বিম্বিসার কারাগার

মগ্ধ্যার মঠ এর সামনে রাস্তা দিয়ে কিছুদূর দক্ষিণ দিকে রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে বিম্বিসার রাজার কারাগার। মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু দেবদত্তের পরোচনায় পিতাকে বন্দী করে কারাগারে রাখেন। এই কারাগার থেকে মহারাজ বিম্বিসার গৃধ্রকূট পর্বতের উপর তথাগত ভগবান বুদ্ধের চংক্রমণ বা পদচারণ দৃশ্য অবলোকন করতেন এবং নিজেকে ধন্য বলে মনে করতেন। মহারাজ বিম্বিসার শেষ পর্যন্ত কারাগারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

## গৃধ্রকূট পর্বত

বিম্বিসার কারাগারের একটু দক্ষিণে গৃধ্রকূট পর্বত। এই পর্বতের চূড়ায় একটি সমতল স্থান আছে সেখানে বসে তথাগত ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্মদেশনা দিতেন এবং সাধারণ মানুষের প্রতি ভিক্ষুদের কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। তথাগত ভগবান বুদ্ধ সেই পর্বতের চূড়ায় পশ্চিম দিকে একটি গুহায় অবস্থান করতেন। এই স্থানটি পরম শান্তির আবাস বলে মনে করতেন। তাই তিনি অনেকবার এখানে বর্ষাবাস করেছিলেন। এই পর্বতের আরও দুইটি ধ্বংসাবশেষ স্তূপ আছে। প্রথম স্তূপটি ভিক্ষু অশ্বজিতের সাথে সারিপুত্রের সাক্ষাৎ স্থান এবং দ্বিতীয় স্তূপটি তথাগত ভগবান বুদ্ধকে হত্যার জন্য দেবদত্ত তাঁর মদমত্ত হস্তী নালগিরিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নালগিরী বুদ্ধকে হত্যা না করে বুদ্ধের প্রেম ও করুণায় বশীভূত হয়ে বুদ্ধের পায়ে নত হয়ে পড়েছিলেন। ইহার পরও দেবদত্ত হিংসায় বশীভূত হয়ে একটি বড় পাথর নিচের দিয়ে গড়িয়ে দিয়ে বুদ্ধকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাথরটি অর্ধেক পথে আটকে গিয়ে পাথরের এক টুকরা বুদ্ধের পায়ে আঘাত করে ভীষণ রক্তপাত হয়েছিল।

## জীবকের আম্রকুঞ্জ

বিশ্বশান্তি স্তূপের যাওয়ার পথে যে তোত্মাণ আছে সেই তোরনের বাম দিকে রাজ বৈদ্য জীবকের আম্রবাগান। জীবক তশীলা মহাবিদ্যালয় হতে শল্য চিকিৎসার প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। যে কোন রোগের চিকিৎসায় তিনি ছিলেন অব্যর্থ। জীবক তথাগত ভগবান বুদ্ধের চিকিৎসক ছিলেন। এক সময় জীবক তাঁর সমস্ত ধন সম্পত্তি তথাগত ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষু সংঘকে দান করেছিলেন।

## বিশ্বশান্তি স্তূপ

গৃধ্রকুট পর্বতের উত্তর দিকে উত্তর দিকে এবং রাজা বিম্বিসার কারাগারের পূর্বদিকে রত্ন গিরি পর্বত। এই পর্বতের চূড়ায় জাপানী বৌদ্ধ সংস্থা একটি বিশাল ও অতি মনোরম স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। ইহা বিশ্বশান্তি স্তূপ নামে প্রসিদ্ধ। বিশ্বশান্তি স্তূপে যাওয়ার জন্য এরিয়েল রোপওয়ে চেয়ার লিফ্ট ব্যবস্থা করা আছে। চেয়ার লিফ্ট চড়ে বিশ্বশান্তি স্তূপে যেতে পাঁচশ টাকা মূল্যে টিকেট সংগ্রহ করতে হয়। চেয়ার লিফ্টে চড়ে যাওয়ার পথে পুরো রাজগীর এর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং শহরের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করা যায়। তবে পায়ে হেঁটে শান্তি স্তূপের চূড়ায় যাওয়ার ও রাস্তা আছে এবং রাস্তায় হেঁটে গেলে দেবদত্ত ভগবান বুদ্ধকে ছুঁড়ে দেওয়া পাথরটি চোখে পড়বে। কিন্তু হেঁটে গেলে কমপক্ষে এক ঘন্টা লাগবে। অথচ চেয়ার লিফ্টে গেলে মাত্র ২৫ মিনিটের মত সময় লাগবে।

## সন্তপর্নী গুহা

বৈভার, পর্বতে পাদদেশে তপোদারাম উষ্ণ জলের প্রস্রবন। এই প্রস্রবনের উঁচু পর্বতের চূড়ায় একটি গুহা আছে তার নাম পিপ্ফলী গুহা। গুহাটি বেশ বড়। এই গুহায় তথাগত ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্য আনন্দসহ অন্যান্য ভিক্ষুদের সঙ্গে অনেক সময় অবস্থান করেছিলেন। পর্বতের পাদদেশে পাহাড়ের ঢালে

৭টি ধারায় উষ্ণ জলের প্রস্রবনে অনর্গল পানি বেরিয়ে আসে। প্রতিটি ধারায় উষ্ণতার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন প্রস্রবনের পানি কম উষ্ণ। অন্য কোন প্রস্রবনের পানি বেশি উষ্ণ। এই প্রস্রবনে স্নান করলে নাকি চর্মরোগ ও বাত ব্যাধি নিরাময় হয় বলে স্থানীয় লোকের মত প্রকাশ করেন। উষ্ণ প্রস্রবনে স্নান করতে হলে কতগুলো নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। যেমন- খালি পেটে এবং গায়ে তৈল মেখে স্নান করা উচিত নয়।

বৈভার পর্বতের চূড়ায় ঠিক উত্তরদিকে পাহাড়ের ঢালে দুইটি বিরাট গুহা আছে। উহাই সপ্তপর্নী গুহা। এই গুহায় একসঙ্গে প্রায় পাঁচশত ভিক্ষু বসার ব্যবস্থা ছিল।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর মহারাজ অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় পাঁচশত অর্হত্ব ভিক্ষুগণের সমন্বয়ে প্রথম বৌদ্ধ সংগীত বা মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় আনন্দ যদিও অর্হত্ব লাভ করতে পারেন নাই তবুও তথাগত বুদ্ধের প্রধান শিষ্য হিসাবে তার জন্য একটি আসন বরাদ্দ ছিল। মহাসম্মেলনে একে একে যথাসময়ে নির্ধারিত যার যার আসনে বসতে থাকেন। কিন্তু দেখা গেল বরাদ্দকৃত স্থবির আনন্দের আসনটি মাত্র খালি পড়ে আছে। মহা সম্মেলন শুরু হওয়ার একটু আগেই আনন্দ স্থবির অর্হত্ব লাভ করে অলৌকিক ভাবে উপস্থিত হয়ে তার আসনে উপবেশন করেন- দেখে উপস্থিত অন্যান্য অর্হত্ব ভিক্ষুগণ সবাই আনন্দ প্রকাশ করে কুশল বিনিময় করেন। উল্লেখ্য যে, তথাগত ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত পবিত্র বাণী, উপদেশ, ধর্ম, বিনয়, ইত্যাদি সংকলন করার জন্য এই প্রথম মহতী সংগীতির উদ্দেশ্য দশবল বুদ্ধের শাসন স্বয়ং তথাগত বুদ্ধের ঘোষিত পঞ্চ সহস্র বৎসর গাছাতে প্রবর্তিত সেভাবে মহাকাশ্যপ কর্তৃক মহা সম্মেলনে শ্রুতি বদ্ধ করা হয়েছে। পঞ্চশত অর্হত্ব প্রাপ্ত ভূি দ্বারা প্রথম সংগীতিটি এই সপ্তপর্নী গুহায় সম্পাদিত হয়েছিল। তাই সপ্তপর্নী গুহা অতি পবিত্র এবং অতি পূণ্যময়।

পঞ্চশত অর্হত্ব ভিক্ষুদ্বারা প্রথম সংগীতির কার্য্য সুসম্পাদিত হইয়াছিল বলে ইহা পঞ্চশতিকা সংগীতি নামে অভিহিত।

তথাগত ভগবান বুদ্ধের বিভিন্ন স্থানের মহা পবিত্র ও মহা পূণ্যময় তীর্থস্থান সমূহ দর্শন প্রায় শেষ। কিন্তু দুর্ভাগ্য অজানিত কারণে আরও একটি মহান তীর্থ স্থান দর্শন করা সৌভাগ্য হয় নাই। ভবিষ্যতে কোন পূন্যবান/পূণ্যবতী এর তীর্থ দর্শনের সুযোগ হয় তবে অজানিত তীর্থ স্থানটি অবশ্যই দর্শন করতে ভুলবেন না। যার নাম “সাংকাশ্য”।

### সাংকাশ্য (উত্তর প্রদেশ)

ভূমিকাঃ তথাগত ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর জ্ঞানের প্রভাবে জানতে পারলেন তাঁর মা মহামায়াদেবী তুষিত স্বর্গে (ত্রয় ত্রিংশ স্বর্গে) এক দেবপুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তথাগত ভগবান বুদ্ধ তুষিত স্বর্গে যাওয়ার জন্য সাংকাশ্য নামক স্থানে এসে সেখান থেকে ঋদ্ধি ক্ষমতায় ত্রয় ত্রিংশ স্বর্গে গমন করেন এবং সপ্তম বর্ষাবাস সেখানে অতিবাহিত করে তাঁর মাকে ধর্ম দেশনা দেন। তিনমাস বর্ষাবাস কালে প্রত্যেকদিন দেবলোকে অভিধর্ম দেশনা করেছিলেন এবং তাঁর মাকে সদ্ধর্ম দীক্ষায় দীক্ষিত করে মুক্ত করেছিলেন। দেবলোকে তথাগত ভগবান বুদ্ধ সপ্তম বর্ষাবাস অর্থাৎ তিনমাস অবস্থান করে ধর্ম প্রচারের পর সাংকাশ্য নামক স্থানে অবতরণ করেন। কথিত আছে সাংকাশ্য অবতরণ করার জন্য স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র একটি সিঁড়ি নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই সিঁড়ি দিয়ে তথাগত ভগবান বুদ্ধ সাংকাশ্যে অবতরণ করেন।

১ ডিসেম্বর/০২ রবিবার বিকাল ৩.০০টায় ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তীর্থ স্থান রাজগীর থেকে যাত্রা করে সারারাত চলার পর ২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্যন্ত নেজাতী সুভাষ চন্দ্র বসু হলে অবস্থান করি। ইহা পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কোলকাতা-১ স্থানে অবস্থিত। রাজগীর থেকে কোলকাতা দূরত্ব ৬০০ কিঃ মিঃ।

যাতায়াত ব্যবস্থা : কোলকাতা থেকে রাজগীর যাওয়ার সরাসরি ট্রেন নেই। তবে স্টেশন থেকে দানাপুর এক্সপ্রেস যোগে (রাত ৯.০০ টায় ছাড়ে) দানাপুর স্টেশনে নামতে হবে। বখতিয়ারপুর স্টেশন থেকে রাজগীর লোকাল ট্রেন যোগে রাজগীর যাওয়া যায়।

বাসস্থান : সম্প্রতি বেঙ্গল বুদ্ধিষ্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ ধর্মপাল মহাস্থবির “সম্পূর্ণ বিহার” নামে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের একটি তিনতলা বিশিষ্ট অধিতিশালা আছে। এছাড়া বার্মিজ মন্দিরের আশ্রিত শালায় ও থাকার ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও শহরে হোটেল আনন্দ, হোটেল অবন্তিকা, হোটেল ভিউ, হোটেল তৃপ্তি খাওয়ার এবং থাকার সুবন্দোবস্ত আছে।

৪ ডিসেম্বর/০২ বুধবার দুপুর ১২.০০ টায় কোলকাতা ত্রিপুরার বন্দনা করে শুভ যাত্রা আরম্ভ করে বিকাল ৫.০০টায় ভারত সীমান্ত হরিদাসপুর পৌঁছি। কাস্টম অফিসে পাসপোর্ট ভিসা চেক করার পর সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশ সীমান্ত বেনাপোল পৌঁছি। বেনাপোল থেকে রাত ৮.০০ টায় যাত্রা করে সারারাত চলার পর ৫ ডিসেম্বর/০২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ টায় চট্টগ্রাম মুরাদপুর পৌঁছি। মুরাদপুর থেকে ভাড়া করা বাস ১২.০০ টায় ছেড়ে দুপুর ২.০০ টায় রাজমাটি নিজ বাসভবনে পৌঁছি।

## অক্ষিপত্র

বাংলা

অন্যান্য ভাষায়

আকাড়খা

আকাড্যা----- (কি

অনন্ত

অন্তত-----

ত্রিয়

ক্ষত্রিয়-----

অম

অক্ষম-----

ভিনীর

ভিক্ষুণীর-----

দী

দীক্ষা-----

দীতি

দীক্ষিত-----

দগি

দক্ষিণ-----

রতি

রক্ষিত-----

অপোয়

অপেক্ষায়-----

অপেমান

অপেক্ষমান-----

তোত্রণ

তোরণ-----

তশীলা

অক্ষশীলা-----

লিফ্ট

লিফ্টে-----

ভু

ভিক্ষু-----